প্রায়শ্চিত্তকাল: পাপ পরিবর্তিত জীবন পথ

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৭ ◆ ২৬ ফেব্রুয়ারী - ৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল: যিশুর সাথে একাত্ম হওয়া

আপন ক্রুশ করি বহন, যিশুকে করি অনুসরণ

আপনার শিশুকে নরকে পাঠাবেন না

Worldwide marriage encounter

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ০২ ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার (বিশ্বব্যাপী বিবাহ সাক্ষাৎ) বাংলাদেশ-এর নতুন ন্যাশনাল এক্লেজিয়াল টিম দম্পতি নিযুক্ত হন মি: মার্কাস কর্ণেলিয়াস গমেজ ও মিসেস ফ্লোরেন্স গমেজ। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ থেকে শ্রদ্ধেয় ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুশ ন্যাশনাল এক্লেজিয়াল টিম প্রিস্ট হিসেবে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে উক্ত পদে বহাল আছেন। প্রাক্তন ন্যাশনাল এক্লেজিয়াল টিম দম্পতি মি: রবি আলেকজান্ডার দরেজ ও রুবী ফিলোমিনা কোড়াইয়া নবনির্বাচিত ন্যাশনাল এক্লেজিয়াল টিমের নিকট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে প্রথমবারের মতো ম্যারেজ এনকাউন্টার ইউনিট গঠন করা হয় এবং বর্তমানে সেখানে এক্লেজিয়াল টিম দম্পতি ও প্রিস্ট এর দায়িত্বে আছেন মি: বৈদ্যনাথ হাঁসদা ও মিসেস আলফন্সা হেম্ব্রম এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার প্রদীপ কস্তা। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার বাংলাদেশ-এর কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার (বিশ্বব্যাপী বিবাহ সাক্ষাৎ) বাংলাদেশ।
সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০৬১৭০৭, ০১৭৩১-৫৩৭৮৮৩।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৭
২৬ ফেব্রুয়ারি - ৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১৩ - ১৯ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

তপস্যাকালে আমাদের যাত্রা হোক আলোতে ও ভালোতে

মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষে তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালের ব্যপ্তি ৪০ দিনের। যা শুরু হয় ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম লেপন করার মধ্যদিয়ে এবং শেষ হয় পুণ্য বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর। এ সময়কাল প্রত্যেকজন খ্রিস্টানের জন্য এক অপূর্ব সুযোগ নিজেকে ভালো ভাবে চিনতে, জানতে এবং নিজের দুর্বলতা ও সবলতা আবিষ্কার করতে। মানুষ হিসেবে আমাদের দুর্বলতা থাকাটা স্বাভাবিক। নম্রতার সাথে আমাদেরকে দুর্বলতা গ্রহণ করতে হয়। নম্রতার অনুপস্থিতির কারণেই আমরা অহংকারী হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকি। তপস্যাকালের সময়কালে আমরা আমাদের মানবীয় দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতা স্বীকার করে অনুতপ্ত হই। নিজের ভুল-ভ্রান্তি, স্বার্থপরতা-উদাসীনতা, পাপ-অন্যায় উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হই। যে অনুতাপ থেকে আসবে আত্মদহন ও আত্মোপলব্ধি। ফলশ্রুতিতে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া-ভালবাসায় আরো বেশি বিশ্বাসী হবে এবং তিনি যে পরিবর্তিত হয়ে উত্তম মানুষ হয়ে ওঠতে পারবেন সে আশায় এগিয়ে চলবেন। তপস্যাকালে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-সচেতনতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজ জীবনের অন্ধকার দিক পরিত্যাগ করে আলোর মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। তাই প্রকৃত অনুতাপই আমাদেরকে পরিবর্তিত হতে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ভালোর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে আহ্বান করছেন তপস্যাকালীন প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে সিনডাল যাত্রা করতে।

আমরা সকলেই আমাদের নিজেদের সমাজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। আর এই প্রায়শ্চিত্তের প্রকাশ করতে পারি বিভিন্ন কৃচ্ছতাসাধন ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে। মণ্ডলী একসময় বিভিন্ন নিয়ম-নির্দেশনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকাজে অংশ নিতে তার ভক্তকূলকে সম্পৃক্ত করতো। এখনও তা করে যাচ্ছে ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে প্রায়শ্চিত্তের কাজগুলো করার আহ্বান জানিয়ে। উপবাস বিষয়ে মণ্ডলীর নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর নৈতিক দায়িত্ব। নিয়ম-নীতি থাকলেও স্বাধীনভাবেই প্রার্থনা, দয়াদান ও উপবাস করতে মণ্ডলী অনুপ্রাণিত করে। নিয়ম না থাকলেও অনেকেই ৪০ দিন ইচ্ছাকৃতভাবে উপবাস থাকেন, নিরামিষ খান এবং গরীব-দুঃখীদের পাশে দাঁড়ান। ভোগ-বিলাসিতাবাদ ও আরাম-আয়েসের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে তপস্যাকালকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। শুধু শুক্রবার নয় তপস্যাকালের দিনগুলোতে আমরা যেন কোন কারণেই ঘটা করে ধর্মীয়, সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজন না করি। কেউ তা করলে আমি সচেতনভাবে তা থেকে বিরত থাকি। সম্ভবপর হলে অন্যদেরকেও বিরত থাকতে পরামর্শ দান করি। এমনিভাবে ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার ও প্রায়শ্চিত্তকাজের মাধ্যমে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারবো।

তপস্যাকালে আমরা যিশুর জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাঁর বাণী ধ্যান ও সহভাগিতা করি এবং একই সঙ্গে তাঁর সেবা কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্রদের সাথে আমাদের ত্যাগস্বীকার ও দয়াকাজের ফসল সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে। করোনা ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অনেক মানুষ চরম দারিদ্র, ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা অভিজ্ঞতা করছে। আমাদের ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার ও দয়াকাজের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়াই। তাদের কষ্টের বোঝা লাঘব করতে একটু দরদী হই। আমাদের স্বার্থপরতা, আমিত্ববোধ, উচ্চাকাঙ্খা, হীনমণ্যতা, পূর্বধারণা প্রভৃতি অন্যের পাশে দাঁড়াতে বাঁধা সৃষ্টি করে। এ সকল মানবিক দুর্বলতাগুলোকে জয় করার শক্তি সঞ্চয় করি এই তপস্যাকালে আরেকটু বেশি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে॥ †

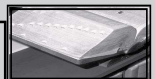

তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব। তখন যীশু তাকে বললেন, 'দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।' *(মথি ৪:৯-১০)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ ফেব্রুয়ারি - ৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
আদি ২: ৭-৯; ৩: ১-৭, সাম ৫০: ৩-৬, ১২-১৩, ১৪, ১৭, রোম ৫: ১-১৯ (বিকল্প ১২: ১৭-১৯), মথি ৪: ১-১১
(আগামী রবিবার পুণ্য ভূমির জন্য দান সংগ্রহের ঘোষণা)

২৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
লেবীয় ১৯: ১-২, ১১-১৮, সাম ১৮: ৮-১০, ১৫, মথি ২৫: ৩১-৪৬

২৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
ইসা ৫৫: ১০-১১, সাম ৩৩: ৪-৭, ১৬-১৯, মথি ৬: ৭-১৫

১ মার্চ, বুধবার
যোনা ৩: ১-১০, সাম ৫০: ৩-৪, ১২-১৩, ১৮-১৯, লুক ১১: ২৯-৩২

২ মার্চ, বৃহস্পতিবার
এস্থার ৪: ১৭, সাম ১৩৭: ১-৩, ৭-৮, মথি ৭: ৭-১২

৩ মার্চ, শুক্রবার
এজেকি ১৮: ২১-২৮, সাম ১৩০: ১-৮, মথি ৫: ২০-২৬

৪ মার্চ, শনিবার
২ বিব ২৬: ১৬-১৯, সাম ১১৯: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, লুক ৫: ৪৩-৪৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯২৫ ফাদার এমিল লাফন্ড সিএসসি

২৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৩৩ ফাদার জুসেপ্পে লাজ্জারোনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লুইস লেডুক সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৬ ফাদার ইউজিন পোয়ারিয়ে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম উইনিফ্রেড আরএনডিএম
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী শান্তি এসএমআরএ

১ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৯১ সিস্টার এম কর্ণেলিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৫ সিস্টার বার্ণার্ড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সান্ত্বনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৩ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৪৪ ফাদার রেমন্ড মাসার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সিস্টার মেরী কলেট পিসিপিত্র (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফাদার জন হেনেসী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রাদার ম্যাথিও যোসেফ গারা সিএসসি

মূল্যবোধ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমবায়ী কিছু কথা

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাথলিক মণ্ডলী ক্ষুদ্রসমাজ হলেও শিক্ষা এবং সেবামূলক কাজ করেন যেমন: স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরে প্রশংসিত। বিশ্বের উন্নত দেশের মণ্ডলীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবহেলিত মানুষের কল্যাণার্থে সেবাদান ও শিক্ষা এবং শিশুদের লালন পালনে প্রশংসার দাবিদার।

প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের বদৌলতে খ্রিস্টানদের শিক্ষার হার এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্যণীয় উন্নতি হলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানদানের অভাবে তদ্রুপ উন্নতি নজরে পড়ে না। যেমন: ইদানীং ব্রতধারী পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার ও বয়স্কদের সম্মান জানানো নয় শুধু আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পোষণে "প্রতিবেশিকে ভালোবাস এবং একতাই শক্তি" চির সত্যকথা ক্রমান্বয়ে মনের অভিধান থেকে মুছে যাচ্ছে, যা খুবই দুঃখজনক। পুনরুদ্ধারে প্রস্তাব পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান শেষে পরিচিত/অপরিচিত খ্রিস্টভক্তদের সন্মান জানিয়ে ভাই-বোন সম্বোধনে "কেমন আছেন" এবং কুশলাদি ও মতবিনিময়ে কথা বলার অভ্যাসে অভ্যস্থ হলেই ক্রমান্বয়ে আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবার গঠনে সহায়ক হবে, বিশ্বাস করি আমরা বাংলাদেশী সুতরাং নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী দেশীয় সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার টিকিয়ে রাখা দায়িত্ব আমাদের।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকায় সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে লেখার যোগসাজশে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব মতামত "পত্র বিতান কলামে তুলে ধরি। লক্ষ্যণীয় বিষয়: সাপ্তাহিকে অনেকেই শুধু লেখেন, অথচ পড়েনা, যদি পড়তেন যেমন: পথচলার ৮২ বছর, ২২ সংখ্যায় প্রকাশিত "মূল্যবোধ-শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা" লেখাটি আলোচিত হলে ভুল-ত্রুটি সংশোধনে বিষয়বস্তু বাস্তবায়নে সবাই উপকৃত হোত। কেননা চর্চা ও আলোচনা ছাড়া সামাজিক উন্নয়নের বিকল্প নাই। এখানেই প্রশাসনিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই। শুধু একত্রে বসে আলোচনা করার সময়ের অভাব। আমাদের এই মানসিকতা পরিবর্তনের খুবই প্রয়োজন। জানামতে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা। সেই সূত্রে ব্রতধারী সিস্টার, ব্রাদার, শিক্ষক ও কাটেখ্রিস্টদের সহযোগিতায় এলাকার খ্রিস্টভক্তদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক সম্পর্কে শিক্ষা ও জ্ঞানদানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, হবে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন। সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে।

পিটার পল গমেজ
মনিপুরিপাড়া, ঢাকা

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

তপস্যাকালের ১ম রবিবার

১ম পাঠ : আদিপুস্তক ২:৭-৯, ৩:১-৭
২য় পাঠ : রোমীয় ৫:১২-১৯
মঙ্গলসমাচার : মথি ৪:১-১১

গত ভস্ম বুধবার দিন কপালে ছাঁই মেখে আমরা ইতিমধ্যে পুণ্য তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিতকালে প্রবেশ করেছি। এই তপস্যাকাল হল আমাদের মানবজীবনের পরীক্ষা-প্রলোভন, পাপপ্রবণতা ও অবাধ্যতার ফলে ঐশ জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সময়। এই তপস্যাকাল স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের পতন ও পরিত্রাণের পথে আমাদের মানবীয় যাত্রাকে। আদম-হবা এবং প্রভু যিশুর মতো আমরা প্রতিনিয়ত পাপ কাজ করার জন্য শয়তান দ্বারা প্রলোভিত হই। কিন্তু প্রার্থনা, উপবাস, দয়ার কাজ, বাধ্যতা, অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই এবং পাপের দিক থেকে মৃত হয়ে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নতুন জীবনে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠি।

মাতা মণ্ডলীর প্রায়শ্চিতকালীন যাত্রা শুরু হয় মানবজাতির মাঝে পাপের উৎপত্তি ও তার অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে অনুধ্যানের মাধ্যমে। তাই তপস্যাকালের প্রথম রবিবারের তিনটি শাস্ত্রবাণীর মূলভাব হলো শয়তানের প্রলোভন, মানুষের পাপ প্রবণতা এবং মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতা ও মুক্তিপরিকল্পনা।

শাস্ত্রবাণীর ধ্যানঃ আজকের প্রথম শাস্ত্রবাণী আদি পুস্তক থেকে আমরা শুনতে পাই মানবজাতির সেই প্রথম প্রলোভনের কথা, "যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে আর তোমরা পরমেশ্বরের মত হয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান লাভ করবে *(আদি ৩:৫)*।" এটা ছিল সেই আদি পাপের কাহিনী যা নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার উপমা কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। আদম ও হবার সামনে দু'টো পথ খোলা ছিল: প্রথমত, জীবনের পথ– ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করা, তাঁর ইচ্ছা মেনে নেওয়া ও তাঁর বাধ্য থাকা। দ্বিতীয় পথ ছিল মৃত্যুর পথ- ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাকে "না" বলা। আমাদের আদি পিতা-মাতা শেষের পথটাই বেছে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় শাস্ত্রবাণী রোমীয়দের কাছে সাধু পৌলের পত্রে আমরা শুনতে পাই, প্রভু যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে সাধিত পরিত্রাণের কথা। একজন মানবের অবাধ্যতা ও পাপের ফলে এ জগতে অবধারিত ভাবে মৃত্যু নেমে এসেছিল কিন্তু নতুন আদম খ্রিস্টের পরম বাধ্যতা, তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা তিনি সেই পাপ ও মৃত্যুর শক্তিকে জয় করে মানব জাতির জন্য অনন্ত জীবনের পথ খুলে দিলেন। প্রভু যিশুখ্রিস্টের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা ও বিশ্বাসের ফলে আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হয়ে উঠি এবং সকল পাপ ও মন্দশক্তির উপর বিজয়ী হয়ে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নতুন জীবনের অধিকারী হয়ে উঠি।

সাধু মথি রচিত আজকের মঙ্গলসমাচার আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিভাবে নির্জন মরুভূমির অভিজ্ঞতা, নীরব প্রার্থনা ও চল্লিশ দিনের উপবাস যিশুর মানবীয় আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী করে তুলেছে, কিভাবে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে গভীরতর করে তুলেছে। এই নির্জন আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রভু যিশুকে শয়তানের প্রলোভন জয় করতে এবং ঐশরাজ্যের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে প্রস্তুত করে তুলেছে। প্রভু যিশুখ্রিস্ট চান আমারাও যেন তাঁর মতোই শয়তানের প্রলোভন ও পাপাশক্তিকে সর্বদা "না" বলি এবং প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজের মাধ্যমে সর্বদা প্রতিবেশি ও পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। শয়তানের প্রলোভন নয় বরং স্বয়ং ঈশ্বর প্রভুই যেন হয়ে ওঠেন আমাদের দেহ-মন ও আত্মার প্রভু এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল চালিকাশক্তি।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আসুন ঐশবাণীর শক্তিতে পরিপুষ্ট হয়ে আমরাও প্রভু যিশুখ্রিস্টের মতো শয়তানের প্রলোভন সম্পর্কে সচেতন হই। সকল পাপপূর্ণ আনন্দ, যেমন- জাগতিক সম্পদ, ক্ষমতা, পদ-মর্যাদা, বিলাসিতা ইত্যাদিকে যেন আমরা "না" বলতে পারি। প্রার্থনা, পুনর্মিলন, সহভাগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা যেন এই তপস্যাকালে পবিত্রতায় বেড়ে উঠি; জাগতিকতা নয় কিন্তু আধ্যাত্মিক ও মানবিক শক্তিতে যেন বলীয়ান হয়ে উঠি। এই প্রায়শ্চিতকালে আসুন আমরাও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নির্জন মরুভূমির অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রচেষ্টা চালাই, যেন পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে; আমরা যেন যিশুর মতো ঈশ্বরকে "হ্যাঁ" বা শয়তানকে "না" বলতে পারি । পিতা পরমেশ্বর আমাদের সবাইকে সেই অনুগ্রহ দান করুন॥

প্রায়শ্চিত্তকাল: পাপ পরিবর্তিত জীবনপথ

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

"হে মানব তুমি ধূলি, আবার ধূলিতেই একদিন মিশে যাবে"। জগৎ বিখ্যাত বড় বড় সাধক, মুণি-ঋষি, ধর্মপ্রবর্তক, সাধু-সাধ্বীগণ প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা ও সাধনা দ্বারা ঐশরাজ্য লাভের প্রত্যাশায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছেন। স্বীয় জীবন দ্বারা তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছেন এই দুনিয়ায় সবাই ক্ষণিকের অতিথী। তাই নশ্বর দেহ নিয়ে অহংকার বা গর্ব করার কিছু নেই। কেননা 'মানুষের গৌরব আর ফুলের সৌরভ দু'টোই ক্ষণস্থায়ী'। অমরত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও দয়ার কাজ অত্যাবশ্যক, অবশ্য করণীয়। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু মরুপ্রান্তরে ৪০ দিনরাত ত্যাগস্বীকার ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে যাত্রা করেছেন। প্রভু যিশু আমাদের সামনে উত্তম আদর্শ। তিনি নিজে প্রার্থনা করেছেন, উপবাস ছিলেন পরে শিষ্যদের প্রার্থনা করার এবং প্রার্থনাশীল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। পুণ্য বৃহস্পতিবার যিশু শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে নম্র হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন– "আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি, তোমরাও পরস্পরকে সেভাবে ভালবাসবে"। তাই প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকালকে আমরা ভস্ম থেকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় বলতে পারি। এই ৪০ দিন যিশুর জীবন, আশ্চর্য কাজ, বাণী পাঠ, প্রার্থনা ও ক্রুশের পথ ধরে দয়ার কাজ করার মধ্যদিয়ে পাপের পথ পরিবর্তন করে নতুন মানুষ হওয়ার আহ্বান ও সুযোগ পাই। ঐশবাণী আমাদেরকে আনন্দ ও মুক্তির পথে, অনবরত প্রার্থনায়, বাণী শ্রবণে, পরোপকারে, পাপস্বীকারে, যিশুর ধ্যানে-জ্ঞানে পরিণত মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করে। তপস্যাকালে ভস্ম ব্যবহার করে, উপবাস, মাংসাহার ত্যাগ করার মধ্যদিয়ে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকতায় বলীয়ান হয়ে উঠি। সেই সাথে ক্রুশের পথ, প্রার্থনা, সৎকাজ, বাণী পাঠ, উপাসনা প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে যিশুর একনিষ্ঠ সেবক-সেবিকা হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করি।

মানবীয় দুর্বলতা কোন মানুষের মধ্যে নেই? মানবীয় দুর্বলতার ফলে মানুষ পাপ করে। এখন প্রশ্ন হলো পাপ কী? পাপ কাকে বলে? পাপ করলে কি হয়? সে সম্বন্ধে আমরা ছোট বড় সবাই অবগত আছি। তবুও পাপ আমাদের ছাড়ে না কিংবা আমরাও পাপকে ছাড়তে চাই না। যখন কেউ মন্দ বা খারাপ কোন কিছু করে সেটাই পাপ। বড় পাপ হল; বড় অপরাধ বা খারাপ কাজ করা, যেমন- মানুষ হত্যা করা। আর ছোট পাপ হলো; ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি যেগুলো আমরা প্রায়ই করে থাকি, যেমন- মিথ্যা কথা বলা, অন্যকে ঠকানো, চুরি করা, ঝগড়া করা, হিংসা করা ইত্যাদি। "মিথ্যা হল শয়তানের বিয়ের মন্ত্র। মিথ্যা বললেই শয়তানের বিয়ে হয়। বিয়ে হওয়া মানেই সন্তান-সন্ততি হওয়া। একটা মিথ্যার পর আরো অনেকগুলো মিথ্যা বলতে হয় এই কারণেই। পরের মিথ্যাগুলো শয়তানের সন্তান (হুমায়ূন আহমেদ)।" যখন আমরা না জেনে কোন কিছু করি সেটা হচ্ছে ছোট পাপ। আর আমরা যখন জেনে শুনে কোন বড় ধরনের মন্দ বা খারাপ কাজ করি তখন সেটা হচ্ছে বড় পাপ। মাণ্ডলিক শিক্ষায় দু'ধরনের পাপ রয়েছে- (Sin of commission) এবং অন্যটি (Sin of Ommission). Sin of Commission হচ্ছে কোন কিছু করার ফলে যে ধরণের পাপ হয় তা-ই; যেমন - চুরি করা, হত্যা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া প্রভৃতি। অন্যদিকে Sin of Ommission হচ্ছে কোন কিছু না করার ফলে যে পাপ- যেমন ঈশ্বর আমাকে অনেক প্রতিভা দিয়েছেন তা ব্যবহার না করে নষ্ট করা, অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা।

পাপ করলে বা ভুল করলে তার ক্ষমা আছে। নম্র হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দীক্ষাস্নানের পর পাপ ক্ষমার যে নির্দিষ্ট সংস্কার রয়েছে তাকে বলা হয় মন-পরিবর্তনের, প্রায়শ্চিত্তের বা পুনর্মিলনের সংস্কার অর্থাৎ পাপস্বীকার। যাজকের কাছে গিয়ে পাপস্বীকার করতে হবে। পাপস্বীকার হলো ঈশ্বরের কাছে নির্ভয়ে সমস্ত মন্দ কাজের স্বীকারোক্তি। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার মধ্যদিয়ে আদম-হবা জগতে পাপ বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। এই পাপের কারণে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে; সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ, দয়া, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ঈশ্বর কখনো মানুষকে ভুলে যাননি। সেজন্য মণ্ডলী পুণ্য সংস্কারের মধ্যদিয়ে পুনরায় ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার পথ সব সময় উন্মুক্ত রেখেছেন। পাপের কারণে ঈশ্বরের সাথে হারানো পিতা-পুত্রের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য পাপস্বীকার করতে হবে। পাপ সমন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং পাপমুক্তির প্রত্যাশায় ও ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অনুতাপ করার মধ্যদিয়ে পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ করতে হবে।

পাপস্বীকার সংস্কার সর্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। এ সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষ যে কৃপা ও ঐশানুগ্রহ পাওয়া যায় তা আর অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। মণ্ডলী জানে যে আমরা দুর্বল মানুষ; পাপময়তা আমাদের স্বভাবে, আত্মায়, জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মানুষ না চাইলেও পাপে পতিত হয় কিন্তু মানুষের এই পতনই শেষ কথা নয়। মানুষ বারবার পড়ে যায়, পাপে পতিত হয় কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং অনুগ্রহে পাপস্বীকার সংস্কারের মাধ্যমে পুনরায় উত্থিত হয়। পাপময় অবস্থায় থাকলে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। অনেক সময় মানুষের মধ্যে পাপ সম্বন্ধে ধারণা কম অথবা পাপবোধ লোপ পাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জীবন-যাপন, ধর্মীয় অনুশীলন দেখে মনে হয় এই সংস্কারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস যেন দিন দিন কমতে বসেছে। ধর্মানুশীলনটা মানুষ উৎসব মুখর ভাবে করতে বেশী পছন্দ করে। আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভক্তি কখনো কখনো ম্লান দেখায়। ২ নভেম্বর, ভস্ম বুধবার, বড়দিন, পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থানে গির্জায় মানুষের ঢল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ যেন ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন পোশাকের ঝলকানিতে গির্জা চত্বর মেলায় পরিনত হবার অবস্থা। কিন্তু, পাপস্বীকারের বেলায় এই মানুষগুলো কোথায় থাকে! বছরে একটি বার ও পাপস্বীকার করা হয়? পাপস্বীকারের প্রতি কেন এত অনীহা, অনিচ্ছা? দিনের পর দিন যদি একজন মানুষ পাপস্বীকার না করে তাহলে তার আত্মা, আধ্যাত্মিক জীবন মরে যায়। পাপস্বীকার হল আধ্যাত্মিক জীবনে জল দেওয়ার মতো। জল জীবনদায়ী তেমনি পাপস্বীকারও জীবনদায়ী, আলোকসঞ্চারী। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের আহ্বান করে যেন আমরা পাপের পথ বর্জন করে যিশুর পথ অনুসরণ করি।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো পুনরায় চৈতন্যে ফিরে যাওয়ার বসন্তকাল। উপবাস, প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করার মধ্যদিয়ে মন পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির মধুর সময়। কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে- পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও নতুন মানুষ হয়ে খ্রিস্টে রূপান্তরিত জীবন-যাপন করার সাধনাকাল। পরিশুধিত মানুষ হতে গেলে আমাদের অবশ্যই কু-প্রবৃত্তিগুলো বাদ দিতে হবে। এখন আমার-আপনার-প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনে কু-প্রবৃত্তিগুলো কি কি সেগুলো একটু ভেবে দেখতে পারি? কু-প্রবৃত্তিগুলো হতে পারে–কু-কর্ম, কু-অভ্যাস, কু-সঙ্গ, কু-ইচ্ছা, কু-ভাবনা, কু-মন্ত্রনা, কু-কামনা, কু-আসক্তি। কু বাদ দিয়ে আমরা যখন আমাদের জীবনে সু আনতে পারব অর্থাৎ সু-কর্ম, সু-অভ্যাস, সু-সঙ্গ, সু-ইচ্ছা তাহলে আমরা হয়ে উঠতে পারব সুন্দর মনের মানুষ এবং সুজন। সুজন অর্থাৎ আপনজন, যে সকলের কাছে ভাল ব্যক্তি।

এই প্রায়শ্চিত্তকালের আরম্ভে নিজেদের অযোগ্যতা, অসচেতনতা, পাপময়তা, দুর্বল

স্বভাব এর জন্য অনুতপ্ত হই এবং কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছতা সাধনের মধ্যদিয়ে নতুন মানুষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি। মাতা মণ্ডলী আমাদের সামনে এমন সুন্দর একটি সুযোগ রেখেছেন আমরা যেন তা গ্রহণ করি। মানুষের একটি পরম চাওয়া হল ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষাদান পালন করতে হবে। মহাচার্য সাধু বাসিল সুন্দর একটি কথা বলেন, "উপবাস করার আদেশ হলো স্বর্গোদ্যান-বাসী আদি মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রথম আদেশ।" উপবাস পালন করার মধ্যদিয়ে ব্যক্তি শরীর ও আত্মার মিলন ঘটায়, পাপ পথ বর্জন করে যিশুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। উপবাস হলো অন্তরের পবিত্রতা। তেল ছাড়া যেমন গাড়ি চলে না তেমনি প্রার্থনা ছাড়া আমাদের জীবন অকেজো। প্রার্থনা হল আমাদের চালিকাশক্তি, প্রাণের আরাম। সেজন্য প্রতিনিয়ত আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়ে গেছেন। আমরা যেন প্রার্থনা করতে ভুলে না যাই। ভিক্ষাদান সমন্ধে যিশু বলেন, তোমার ডান হাত যে কি করছে তোমার বা হাত যেন তা না জানে। অর্থাৎ তোমার ভিক্ষাদান যেন গোপনেই থাকে। তাহলেই তো আমরা পরম পিতার কাছ থেকে পুরস্কার পাব।

পৃথিবীর মানুষ যা কিছুই করুক না কেন একটি আশা নিয়ে যে কোন কাজ করে। মানুষ প্রার্থনা, উপবাস, ও সাহায্যদান করবে সেটাও আশা নিয়েই। কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য যে আশা করা দরকার সেটা হচ্ছে কৃপা বা অনুগ্রহ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ। আমরা না চাইলেও ঈশ্বর আমাদের সব সময় কৃপা এবং আশীর্বাদ করেন। ঈশ্বরের দয়া এবং কৃপা ছাড়া আমরা কখনও চলতে পারি না। ঈশ্বর সব সময় সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেন। আমরা কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে ৪০ দিন কঠোর তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত করার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনের জন্য ঐশানুগ্রহ কামনা করি॥

ভস্ম বুধবারের শিক্ষা নিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালে

ফাল্গুনী কস্তা

"হে মানব তুমি মনে রেখো, তুমি ধূলি, আবার এই ধূলিতেই মিশে যাবে।" খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর আমাদের মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন, আর আবার আমরা এই মাটিতেই মিশে যাব। তুরস্কে ভূমিকম্পের পর একজন বলেছিলেন, "চল্লিশ সেকেণ্ড আগে আমি তিনটা বাড়ির মালিক ছিলাম। আর চল্লিশ সেকেণ্ড পর এখন তিনটি মাত্র শুকনো রুটি আমার হাতে।" তাই ঈশ্বর চাইলে এক সেকেণ্ডই কারো জীবনে উত্থান আর কারো জীবনে পতন অনস্বীকার্য। অথচ এতো সুন্দর জীবন পেয়েও আমরা হিংসা, অহংকার, ঘৃণা আর পাপে নিমজ্জিত থাকি। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হই না। এই ক্ষুদ্র, ক্ষণিক জীবনে কেন আমরা প্রেম , ভালোবাসা, সেবা, দয়ায় ভরিয়ে তুলি না।

ভস্ম বুধবারের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, নিজেদের পাপ স্মরণ করে, অনুতপ্ত হওয়া। আর পরিশুদ্ধ হয়ে পাপ, অন্যায় আর অধর্মের পথ ত্যাগ করে ন্যায় ও সত্যের পথে চলা। ভস্মবুধবারে পুরোহিত কপালে ছাই লেপন করে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে এটাই স্মরণ করিয়ে দেন যে, মৃত্যুই হলো জীবনের চরম সত্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই সুন্দর মানব শরীর আবার মাটিতেই মিশে যাবে। আর সেখানেই আমরা অনন্ত জীবনে বাস করবো। এ জগতের আমাদের ক্ষয়িষ্ণুতার কথা স্মরণ করি অনুক্ষণ। ধ্যান করি, আমার জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়াদানসমূহ। কৃতজ্ঞ হই ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি। ঈশ্বরের দানগুলো কিভাবে ব্যবহার করছি সে সম্বন্ধেও সচেতন হই। জগতের মূল্যবোধ-প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, লোভ-লালসা, বাহাদুরি, হিংসা-ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, গুজব ছড়ানো ইত্যাদি দূর করার চর্চা শুরু করি এই তপস্যাকালে। প্রতিদিনই পরিবর্তিত হই ও পরিবর্ধিত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা শুরু করি। এর সাথে প্রতিদিনকার জীবনে পরিবারে একসাথে সন্ধ্যা প্রার্থনা বা জপমালা প্রার্থনা করে মনে আনি প্রশান্তি ও আনন্দ। যার ফলে অন্তরে বিরাজ করবে একতা, শান্তি ও ভালোবাসা॥

চির বিদায়ের তৃতীয় বার্ষিকী

"চলেই যদি যাবে
তবে তুমি এসেছিলে কেন? আমারই অন্তরে।"

প্রয়াত যোসেফ রিবেরু
জন্ম : ২ মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

আজ মরলে কাল দুই দিন! দেখতে-দেখতে বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই দিন। জন্মদিনে আনন্দ না পেয়ে চিরকালের মতো তোমাকে হারিয়েছি। জন্মদিন স্মরণ করব না মৃত্যুবার্ষিকী? উত্তর দাও প্রিয়তম! এই দিনে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও শোকার্ত চিত্তে সবসময় যেন তোমাকে স্মরণ করতে পারি। প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা আমাদের ভীষণ কষ্ট দিয়ে কাঁদাচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আমরা কিভাবে দিন যাপন করছি তা কি তুমি বুঝনা? এবারে বড়দিনে তোমাকে ছাড়া উৎসব করতে হয়েছে কিন্তু আমরা তোমাকে হৃদয়ভরে স্মরণ করেছি।

প্রিয়তম তুমি ছিলে উদার, পরোপকারী, সমাজসেবক এবং দাতা। তোমার দেওয়া ভুরুলিয়া আর্জিনা শিশু শিক্ষালয় যেন আজীবন চলমান থাকে। তোমার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন পথ চলতে পারি। তোমার মৃত্যুর পর উপকারী বন্ধু-বান্ধবী, ফাদার, সিস্টার-ব্রাদারগণ, পাড়া-প্রতিবেশি এত লোক হয়েছিল এমন ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। তোমার মৃত্যুর পর যারা আমাদের পাশে ছিল ও আছে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি। তোমার চলে যাওয়ার পর ফিরে এসেছে ছোট মেয়ের কোলে একটি সন্তান। তার নাম রাখা হয়েছে যোসেফ! তুমি অবশ্যই খুশী হয়েছো, তাইনা। তোমার ছেলের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ করো যেন সে পড়াশুনায় ভালো করতে পারে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এ কামনায়।

শোকাহত পরিবার
মা : তেরেজা কোড়াইয়া
বড় বোন : মমতা রিবেরু
স্ত্রী : শিউলী হেলেন রিবেরু
বড় মেয়ে জামাই ও নাতী : কচমিতা-তরুন পালমা, বর্ষ আন্তনী পালমা
ছোট মেয়ে ও জামাই - নাতি-নাতনী : নন্দিতা রিবেরু, জয় পালমা (জয়তী ও যোসেফ জর্দান পালমা)
একমাত্র পুত্র : প্রয়াস মার্টিন রিবেরু, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব।

বিজ্ঞ/৬৬/২৩

আপন ক্রুশ করি বহন, যিশুকে করি অনুসরণ

রনেশ রবার্ট জেত্রা

"জাগতিক প্রেমে মেতোনারে মন
আয়রে ফিরিয়া যিশুর চরণ।"
"কপালে করেছ ভস্ম লেপন, ঐশবাণীর
আলোকে কর যাপন।"

মহান ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করে তিনি মানুষকে রেখেছিলেন একটি স্বর্গীয় উদ্যানভূমি বা আবাসভূমিতে। সেখানে তাঁরা অনেক সুখেই ছিল। কিন্তু মানবজাতি ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে সেই স্বর্গীয় আবাসভূমি বা উদ্যানভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে মানবজাতির এই মর্তে আগমন হলো। মণ্ডলীর ইতিহাসে বলা হয়ে থাকে যে, আদি পিতা-মাতার এই অবাধ্যতাই হলো মানব জাতির প্রথম পাপ। পাপের ফলেই মানব জীবনে নেমে এলো দুঃখ-কষ্ট। দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়েই এই মর্তে শুরু হলো মানবজাতির যাত্রা। কিন্তু মহান ঈশ্বর যে মহা কৃপাশীল এবং ভালোবাসাপূর্ণ একজন পিতা। তাই তিনি তাঁরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানব জাতিকে পাপের দাসত্বে রাখতে চাইলেন না। মানব জাতিকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির পরিকল্পনা করে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাদের প্রেরণ করলেন। প্রবক্তাগণ এলেন এবং মন পরিবর্তনের আহ্বান জানালেন। তাঁদের এই আহ্বানে অনেকেই মন পরিবর্তন করল আবার অনেকেই করল না। যারা প্রবক্তাদের কথা শুনল না তারা বরং অনেক প্রবক্তাকেই হত্যা করল। শেষে তিনি নিজের পুত্র স্বয়ং যিশুখ্রিস্টকেই মানব মুক্তির উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। যিশু এলেন এবং তাঁর প্রচার কাজের শুরুতেই তিনি মন পরিবর্তনের আহ্বান করে বললেন, "তোমরা মন ফেরাও: স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই *(মথি ৪:১৭)*।" তবুও মানবজাতির মধ্যে অনেকেই মন পরিবর্তন করল না। যারা মনের পরিবর্তন করল, তারা মুক্তি লাভ করল। শেষে মানবপুত্র আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণের জন্য মানুষের পাপের বোঝা বয়ে লজ্জাজনক ক্রুশ মৃত্যুকেই গ্রহণ করলেন আর এই লজ্জাজনক ক্রুশকেই তিনি রূপান্তর করলেন পরিত্রাণ অর্থে। তিনি দেখিয়ে গেলেন পরিত্রাণের পথ। আমরাও তাই এই ক্রুশের পথ ধরেই তাঁর অনুসরণ করে থাকি। তাঁকে অনুসরণ করার অর্থই হলো আপন আপন ক্রুশ বহন করে তাঁর পশ্চাৎগামী হওয়া। মাতামণ্ডলীও প্রায়শ্চিত্তের এই বিশেষ সময়ে আমাদেরকে সেই বিষয়টি নিয়ে ধ্যান করার বিশেষ সময় বা কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আমরা যারা খ্রিস্টের অনুসারী রয়েছি আমরা সকলেই জানি যে, ক্রুশ হলো কষ্টের প্রতীক। পাশাপাশি আবার গৌরব বা বিজয়েরও প্রতীক। কারণ, এই ক্রুশ বা কষ্টকে আলিঙ্গন করেই তিনি মহান ঈশ্বরের শক্তিতে গৌরবময় পুনরুত্থান করেছেন। একটা গানের কথা আছে এই ভাবে, "দুঃখের পরেই আসে সুখের সময়, সে কথা সবাই তো জানে।" সত্যিকার অর্থেই যে দুঃখ বা কষ্টের পরেই আসে সেই সুখের সময় তা আমরা সবাই জানি। আর বিষয়টি জানি বলেই আমরা সকলেই সেই দুঃখ বা কষ্ট থেকে উত্তরণের জন্য পথের সন্ধান করি। আমরা যিশুর জীবনের দিকে তাকালে বুঝতে পারি যে, তিনি আমাদের পাপের জন্য অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা বা কষ্ট ভোগ করেছেন। যার ফলে তিনি গৌরবময় পুনরুত্থান করে সেই আনন্দই লাভ করেছেন। সেই আনন্দের সহভাগী হওয়ার জন্য তিনি আমাদেরও তাকে অনুসরণ করার আহ্বান করছেন। তাকে অনুসরণ করার পথটা তো তিনি বলেই দিয়েছেন। যা আমরা পবিত্র বাইবেলের *(মথি ৪:১৭)* পদে দেখতে পাই।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য হলো মহান ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা বা তাঁর নৈকট্য লাভ করা। আমরা মানব জাতি পাপ করে যেহেতু জীবনে দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশ ডেকে এনেছি, সেহেতু দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশকে কাঁধে বহন করেই জীবনের এই তীর্থযাত্রায় লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়াতে হবে। পাপের অন্ধকার ছেড়ে মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করাই হলো আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। নিজের আরাম-আয়েশের কথা ভেবে বা অন্যের কল্যাণে আমরা অনেক সময় যা কিছু প্রিয় বা ভালো লাগা বিষয় বা জিনিসগুলো ছাড়তে বা ত্যাগ করতে কষ্টবোধ বা অনুভব করি। কষ্ট লাগার এই বিষয়টিই হলো আমাদের জীবনের জন্য ক্রুশ। অর্থাৎ এই জগৎ সংসারে যে জাগতিক মোহগুলো বা বিষয়গুলো আমাদের এই তীর্থযাত্রায় পিতার সান্নিধ্য লাভ করতে বাঁধা সৃষ্টি করে, সেই বিষয়গুলোই হলো আমাদের ক্রুশ। যেমন-আমাদের জীবনের অহংকার, স্বার্থপরতা, লোভ, অন্যকে ঠকানোর অভ্যাস, ভোগ-বিলাসিতা, মিথ্যা বলার প্রবণতা, অতিরিক্ত মদ্যপান, কামনা-বাসনা, কু-অভ্যাস, কু-প্রভৃত্তি, কু-পরামর্শ প্রদান, অন্যের সমালোচনা করা প্রভৃতি পাপপ্রবণতাগুলো হলো আমাদের জন্য ক্রুশ। কারণ বিষয়গুলো আমাদের জীবনের সাথে জড়িত এবং বিষয়গুলো ছাড়তে বা পরিহার করতে আমাদের জন্য অনেক কষ্ট বা জীবনে যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো মোকাবেলা করতে হয়। একসাথে বিষয়গুলো ত্যাগ বা পরিহার করতে আমাদের কাঠ-কয়লা পোহাতে হবে। অর্থাৎ একসাথে কষ্ট বা ক্রুশগুলো বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অসম্ভবেরও কিছু নয়। আমাদের উচিত হবে প্রতিদিন একটু একটু করে ক্রুশগুলো বহন করে সামনে অগ্রসর হওয়া।

জীবনে পূর্ণতা বা খ্রিস্টের প্রকৃত শিষত্ব লাভ করতে হলে আমাদের আপন আপন ক্রুশগুলো বহন করে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে যাত্রা পথে আমরা হয়তো অনেক সময় অনেকেই ক্রুশের ভারে ক্লান্ত হয়ে পথে পড়ে যাই। কিন্তু সেখানে বা সেই পথে থেমে গেলেই যে আমরা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত বিজয় মঞ্চ থেকে বঞ্চিত হবো তা আমাদের মনে রাখা উচিত। বরং সাধু পলের কথাটি আমাদের মনে রেখে যাত্রাপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। সাধু পল তো ফিলিপ্পীয়দের কাছে তাঁর ধর্মপত্রে তাদের উদ্দেশে বলেছেন, "এখন শুধু, পথে আমরা যে-যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে সেই একই লক্ষ্যের দিকে আমাদের চলতে হবে *(ফিলিপ্পীয় ৪:১৬)*।" যেহেতু আমরা সকলেই খ্রিস্টের অনুসারী, সেহেতু আমাদের লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। তাই একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদেরও উচিত, যে যাত্রাপথে আমরা নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে এসে পৌঁছেছি বা ক্রুশের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে গিয়ে থেমে রয়েছি, সেখান থেকে যেন আমরা পুনরায় উঠে পড়ি এবং যিশুকে অনুসরণ করে এবং তাঁরই উপর নির্ভরতা রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হই। তাহলে আমরা বিজয়ের মঞ্চে গিয়ে পুরস্কারটা নিতে পারবো।

আমাদের যাত্রাপথে যিশুই হলেন আমাদের অনুপ্রেরণা এবং শক্তি। যিশু যখন সেই কালভেরীর পথে কাঁধে ক্রুশ নিয়ে যাত্রা করেছিলেন তখন তিনি যে কতবার কষ্ট পেয়েছিলেন এবং রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন তা স্মরণে রেখে বা ধ্যান করে আমরা যদি উপলব্ধি বা অনুধাবণ করি, তাহলে আমাদের এই তীর্থযাত্রায় আমরা নিজেদের ক্রুশ নিয়ে যিশুর পথে অগ্রসর হওয়াটা সহজতর হবে। যিশুর ক্রুশ বা কষ্টের তুলনায় আমাদের ক্রুশ বা কষ্ট অনেক কম। আমাদের ক্রুশ কম হলেও মানবীয় দুর্বলতাবশত আমাদের জীবনে রয়েছে অনেক ছন্দ-পতন বা উত্থান-পতন। তাই যাত্রাপথে যিশু উপর বিশ্বাস বা নির্ভরতা রাখা আমাদের উচিত।

প্রায়শ্চিত্তকালীন এই বিশেষ সময়ে আমাদের অনুধ্যানে বা উপলব্ধিতে এই কথাগুলো নিয়ে আসতে হবে যে, আমি/আপনি যখন আমাদের

নিজেদের ক্রুশের ভারে ক্লান্ত হয়ে যাত্রা পথে পড়ে যাই, তখন যিশু আমাকে/আপনাকে প্রত্যেকের নাম ধরে আহ্বান করে বলেন যে, "অমুক (নাম) তুমি উঠে দাঁড়াও এবং এসো, আমাকে অনুসরণ করে পথে অগ্রসর হও। ঐ তো দেখ যাচ্ছে সেই বিজয় মঞ্চ। আমি তোমাকে ভালোবেসে যেমন তোমার পাপের বোঝা (ক্রুশ) কাঁধে বহন করে বিজয় মঞ্চে গিয়ে উঠেছি, তেমনি তুমিও আমাকে ভালোবেসে তোমার ক্রুশ বহন করে বিজয় মঞ্চে গিয়ে ওঠো। ওঠো অমুক (নাম)। এইতো বিজয় মঞ্চের খুব কাছেই এসে গেছি।" কথাগুলো নিয়ে আমরা এই বিশেষ সময়ে অর্থাৎ এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় একটু ধ্যান করে তা উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে পারি। তাহলে দেখা যাবে যে, আমরা আমাদের যাত্রাপথে পড়ে গেলেও আবার উঠে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা ও শক্তি পাবো। মাতামণ্ডলী বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা বা ধ্যান করার জন্যই আমাদেরকে এই বিশেষ সময়টুকু করে দিয়েছেন।

আমাদের এই চলার পথে আমরা অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের ক্রুশের কারণ হয়ে উঠি আবার আমাদের জীবনে অনেকেই অনেক সময় ক্রুশ সৃষ্টি করে দেই বা আমরাও অনেক সময় অন্যের ক্রুশ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের উচিত, আমরা যখন নিজ নিজ ক্রুশ বহন করব তখন যেন যাত্রাপথে অন্যকেও ক্রুশ বহনে সাহায্য করে তাদের ক্রুশের ভার কমাতে পারি। অর্থাৎ অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করে ও তার মঙ্গল করার মধ্যদিয়ে আমরা সহায়তা করতে পারি। আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখেছি যে, যিশু যখন ক্রুশের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং আঘাতের যন্ত্রণায় সামনে অগ্রসর হতে পারছিলেন না, তখন সিরেনবাসী সিমোনের সহযোগিতা বা সহায়তায় যিশু ক্রুশ বহন করে সেই কালভেরী পর্বতে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আমরাও সেই সিরেনবাসী সিমোনের মতো যিশুর ক্রুশের ভার কমাতে পারি আমাদের নিজেদের ক্রুশ বহন করে এবং পাপ-মন্দতার পথ পরিহার করার মধ্যদিয়ে। পাশাপাশি আমরা অন্যকে ক্রুশ বহনে সহায়তা করে লক্ষ্যের অভিমুখে যেতে সাহায্য করতে পারি।

তাই আসুন, প্রায়শ্চিত্তকালীন আমাদের এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় একটু নিজেদের জীবনের ক্রুশগুলো চিহ্নিত করি এবং যে ক্রুশগুলো আমাদেরকে যিশুর কাছে যেতে বাঁধা সৃষ্টি করে সেই ক্রুশগুলোর সমাপ্তি ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করে বিজয়ের সেই মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। পরম করুণাময় আমাদের আপন আপন ক্রুশ বহন করার শক্তি-সাহস দান করুন॥

তপস্যাকাল, যিশুর সাথে একাত্ম হওয়া

জীম মার্টিন কস্তা

খ্রিস্টমণ্ডলীতে তপস্যাকাল হলো একটি বিশেষ অধ্যায়, যার মাধ্যমে খ্রিস্টের সাথে পুনর্মিলিত হওয়া ও একাত্ম হওয়ার একটি বিশেষ সময়। তপস্যাকাল আমাদের আত্মশুদ্ধি ও নিজেকে নিয়ে যাচাই করার সময়। প্রবক্তা যোনার গ্রন্থে আমরা দেখি যে, যোনা ঘোষণা করেছিলেন, "এখন থেকে চল্লিশ দিন, তারপর নিনিভের উৎপাটিত হবে *(যোনা ৩:৪)*।" যোনার মুখে প্রভুর এই বাণী শুনে সেইদিন রাজা থেকে শুরু করে সকলেই কপালে ছাই মেখে ও চটের কাপড় পরিধান করে অনুতাপ করেছিল। তেমনি ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে আমরাও কপালে ছাই মেখে তপস্যাকালের যাত্রা শুরু করি। যা শেষ হয় যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ ও স্বর্গারোহণের মধ্যদিয়ে। বাংলায় প্রকৃতিতে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের সাথে খিস্টমণ্ডলীতে তপস্যাকাল শুরু হয়। বসন্তকালে যেমন গাছের সকল পাতা ঝরে আবার নতুনভাবে সবুজ হয়ে প্রকৃতি নতুন রূপে রূপান্তরিত হয়, তেমনি এই তপস্যাকালেও আমরা আমাদের আত্মাকে ও মনকে সকল মন্দতা থেকে মুছে যিশুর কাছে ফিরে আসি ও তাঁর সাথে একাত্ম হই। খ্রিস্টের যাতনাভোগ, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদির মধ্যদিয়ে আমরাও আমাদের জীবনে বুঝতে চেষ্টা করি ও তাঁর সাথে একাত্মতা হওয়ার পথে ধাবিত হই। এই তপস্যাকালে আমরা উপবাস, প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও সেবা কাজ ইত্যাদির মধ্যদিয়ে চল্লিশটি দিন পার করি। যার মাধ্যমে খ্রিস্টকে খুঁজে পাবার একটি সুন্দর পথ ও কষ্টের সাথী হবার সুযোগ পাই। এই তপস্যাকাল মানে এই নয় যে মাংসাহার ত্যাগ ও উপবাস। এর মানে হলো নবজীবনে ফিরে এসে যিশুর সাথে একাত্মতা লাভ করা। বর্তমানে আমরা বাহ্যিকভাবে দেখাই তপস্যাকাল কিন্তু অন্তরের মাঝে তপস্যাকালের চিহ্ন বা প্রতিচ্ছবি নেই। যার জন্য যিশুকে বরণ করতে পারি না আমাদের অন্তরে। আমরা সত্যিই উপবাস প্রার্থনা ও সেবা করছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করে দেখা দরকার যে, আমরা কি অন্তর থেকে তা পালন করছি ও নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি? যদি আমরা অন্তর থেকে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে পরিবর্তন করি তাহলেই আমরা যিশুর সাথে একাত্ম হতে পারব। বর্তমানে তপস্যাকাল মানুষের জীবনে ক্ষণস্থায়ী ও অর্থহীন। যার জন্য একজন অন্যজনের সাথে সুন্দর সম্পর্ক নেই, ফলে কিছু হলেই ঝগড়া-মারামারি অশান্তি লেগেই আছে। এই অশান্তির ফলে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা থাকে না। যার জন্য আমরা এই তপস্যাকালে নিজেকে নিয়ে ধ্যান ও আত্মমূল্যায়ন করতে পারি না। আমাদের মধ্যে যে সকল মন্দ অভ্যাসগুলো আছে তা যেন শুভ্র হৃদয়ের কালোর স্পর্শে অন্ধকারময় হয়ে আছে। বর্তমানে আমাদের সমাজের খ্রিস্টীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে পরিবারেই পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। পরিবারই হলো সবকিছুর বীজতলা। যেখানে আমরা নিজেকে গঠন করি। আগেকার দিনে আমরা পরিবারে জপমালা প্রার্থনা করতাম যা খুবই বাধ্যতামূলক ছিল। পরিবারে সবার যতই কাজ বাইরে থাকতো তারপরও সবাই সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসতো। বাড়িতে এসে সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতো। এ থেকেই প্রকাশ পায় গুরুভক্তি ও বাধ্যতা যা বর্তমান বাস্তবতায় নেই বললেই চলে। আমরা তপস্যা মানে বুঝি দুপুর বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা যা শুধু দৈহিক ও জাগতিক। কেননা সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঝগড়া মারামারি হিংসা লেগেই আছে। নেই গ্রহণীয়তার অভ্যাস, যার ফলে কেউ কিছু বললে মানে না, গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তপস্যাকালের আধ্যাতিক দিক দেখি যে, যিশু সেই গেৎসিমানী বাগান থেকে কালভেরী পর্বতে প্রাণত্যাগের আগপর্যন্ত শত্রুদের চড়-থাপ্পড়, চাবুকের আঘাত এমনকি থুথু পর্যন্ত নীরবে সহ্য করেছেন। এখন আমার প্রশ্ন, আমরা যদি যিশুর সাথে কিছুটা তপস্যা করার চেষ্টা করতাম তাহলে কি আমরা অন্যের সাথে ঝগড়া- মারামারি, হিংসা, পরিবারে অশান্তি ইত্যাদি করতে পারতাম? যদি যিশুর মতো আমরা তপস্যা করতাম তবে কি আমরা আদর্শ মানুষ হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে খ্রিস্টের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে পারতাম না অবশ্যই পারতাম। যদি আমরা তা জাগতিকতায় নয় বরং আধ্যাত্মিকতায় চর্চা করতাম। তাই আসুন আমি, আপনি সবাই চেষ্টা করি ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য। ঈশ্বর আমাদের চেষ্টাই দেখেন, সফলতা দেখেন না। আর খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার চর্চার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে যিশুর গুণগুলো আমরা লাভ করতে পারব। আর যখন সমস্ত কিছু মেনে চলব তখনই এই তপস্যাকালের স্বার্থকতা হবে। তাই আসুন আমরা সবাই যিশুর সাথে একাত্ম হই এবং তপস্যাকালের স্বার্থকতা বয়ে আনি। যেমনটা লুক ৬ অধ্যায় ৩৮ পদে বলা হয়েছে, "দান কর, প্রতিদান তুমিও পাবে, তারা তোমাদের অনেক বেশী করে, চেপে চেপে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, উপচে দেবে। কারণ অন্যের জন্য যে মাপে মেপে দিচ্ছ তোমাদেরও সেই মাপে মেপে দেওয়া হবে।"

দেশে ভাষা দিবস ও মাস ঘিরে খ্রিস্টানদের কিছু করণীয়

ফাদার লুইস সুশীল

শুরুর কথা: ভাষা হলো মানুষের পরিচয়, নিজেদের বৈশিষ্ট্য, অস্তিত্ব ও প্রকাশের মাধ্যম। আমাদের প্রিয় মুখের ভাষার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসা। প্রতি বছর কত ঘটা ক'রে সারা দেশে ও বাইরের বিভিন্ন দেশে মহান ভাষা দিবস ও ভাষা মাস পালন করা হয়। এ দিবস পালন আমাদের নিজেদের জাতীয়তা, সংস্কৃতি, জীবন বোধ প্রভৃতি রক্ষার দিকে ইঙ্গিত করে। মহান ভাষা দিবসে সকল ভাষা যোদ্ধাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। বীর ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও অভিবাদন। নিজেদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, আমাদের ভাষাসমূহ আমাদেরই রক্ষা, প্রচলিত ও উন্নত করতে হবে। সাথে সাথে দেশে সব ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের নানা অবদান রাখার যেসব সুযোগ ও পরিবেশ আছে সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য আমাদের সবাইকে সচেতনভাবে একযোগে কাজ করতে হবে, নানা পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু মুখের কথা বা অনুষ্ঠান নয় বাস্তবে ভাষাকে ঘিরে আমাদের করণীয় ও দায়িত্ব অনেক।

নিজেদের কিছু করণীয়:

নিজেদের মাতৃভাষাকে ঘিরে আমাদের প্রত্যেকের, সর্বদা করণীয় অনেক থাকতে পারে বা নিজেদের অনেক কিছু করা সম্ভব। নিচে সেসবের কিছু উল্লেখ করা হলো,

- যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস-মাস পালন করা এবং সারা বছর তার তাৎপর্য ও চেতনা সর্বস্তরে ধরে রাখতে হবে। তারপরও শুধু ভাষা দিবস বা মাস পালন নয় সারা বছর নিজ নিজ ভাষাকে অনেক গুরুত্ব দিতে হবে এবং ভাষার সঠিক ব্যবহার বিষয়ে সচেতন ও তৎপর থাকতে হবে। ভাষা দিবস ঘিরে শুধু কিছু ফাঁকা কথা বা কিছু কিছু অনুষ্ঠান নয় কিন্তু জীবনে কিছু কাজ ও পদক্ষেপ থাকতে হবে। বাস্তবতা অনুসারে ভক্তদের মধ্যে বা দেশে প্রচলিত সকল ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে, সেসবের ব্যবহার বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করতে হবে।

- সবাই, সর্বত্র অনেক সুন্দর ক'রে কথা বলি, ভাষা ব্যবহার করি। সবার চেষ্টা ও কাজে ভাষার অসুন্দর উপাদানগুলি দূর করি।

- তারা প্রথমে নিজেদের মাতৃভাষাকে অন্তর গভীর থেকে ভালোবাসবেন, সম্মান করবেন আর সেগুলির উন্নতি ও রক্ষার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নিবেন। দেশের খ্রিস্টানগণ একই সাথে নিজেদের মঙ্গলের জন্য সমান্তরালভাবে স্ব-স্ব ভাষা এবং দেশের বিভিন্ন ভাষা ভালোবাসবেন ও সেসবের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে চেষ্টা করবেন।

-আমাদের ধর্মীয় শব্দের যেগুলি প্রকাশ্যে বাংলায় ব্যবহার করি সেসবের উৎস, মূল, উচ্চারণ, অর্থ তাৎপর্যসহ এক অভিধান রচনা করা এক জরুরী বিষয় হতে পারে। আর এটি যেন সময় নিয়ে বেশ ভালভাবে করা হয়। শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এটি করতে পারেন।

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধ বাংলা চর্চা করা, সেসবের অনুশীলন করা সবার দায়িত্ব। খ্রিস্টান নাম, খ্রিস্টান সংস্কৃতি, জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে কিছু মৌলিক লেখা প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে।

- ধর্মীয় কাজে, মণ্ডলীর অফিসে বাংলা ব্যবহার করা জোরদার করা ও স্থায়ী করা। সাথে সাথে নিজেদের প্রয়োজনে অনেক দেশীয় শব্দ আবিষ্কার ও সেসবের সংযোজন করা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও সহজ করবে। কারণ খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলীতে এখনো অনেক শব্দের যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না বা ব্যবহার করা হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় এখনও অনেক রয়েছে।

- দেশে খ্রিস্টান আদিবাসীদের ভাষাসমূহ রক্ষা ও উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া ও বিভিন্ন কাজ করা। যেমন তাদের উৎসব, পর্ব, গান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল লেখালখি করা একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান, তাদের সংস্কৃতি, জীবন-যাত্রা, পোশাক, খাওয়া, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক লেখা প্রকাশ করা।

- দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে অনেক লেখালেখি করা সম্ভব। নিজেদের ঐতিহ্য, সাহিত্য, জীবন-যাত্রা, ধর্মকর্ম সেভাবে প্রকাশ করা অনেক উপকারী হতে পারে। দেশে প্রকাশিত নিজেদের পত্রিকাসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই দরকার।

- খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত নানা ধরনের গান, নাটক, পালা, মুখের বুলি প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করা হবে সবার কাজ, পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টায়। কারণ বর্তমানে সেসবের অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বা ব্যবহার হচ্ছে না, কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব কম ব্যবহার হচ্ছে।

- নিজেদের ধর্মকর্ম ও উপাসনার জন্য মণ্ডলীর অনুমোদনে রীতিভিত্তিক বিভিন্ন বই রচনা ও প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, দেশের আনাচে-কানাচে সকল খ্রিস্টভক্তের কথা চিন্তা ক'রে সেভাবে ভাষা ব্যবহার করা অতি জরুরী। একইভাবে উপাসনা দেশীয়করণ প্রসঙ্গে, উপাসনা সহজ, সুন্দর, অর্থপূর্ণ করার ক্ষেত্রে ভাল লেখার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। দক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তি এ বিষয়ে অনেক কাজ করতে পারেন। বর্তমান পর্যন্ত উপাসনার অনেক পুস্তকের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়।

- গ্রামে গ্রামে নিজেদের ভাষায় পাঠাগার তৈরীতে ভূমিকা রাখা ও সেসবে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা দান করা।

- খ্রিস্টানগণ নিজেদের মাতৃভাষার সম্পদ, মূল্য, গুরুত্ব, তার ব্যবহার বিষয়ে সর্বদা সচেতন, উৎসাহী ও তৎপর হবেন। তারা নিজেদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসবেন, সেই ভাষাকে বিভিন্নভাবে সম্মানে উঁচুতে তুলে ধরবেন। সেই ভাষার মাধ্যমে নানা পর্যায়ে অনেক কিছু প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন।

-নিজেদের ভাল ও মূল্যবান লেখাসমূহ সংগ্রহ ক'রে সেসবের সমন্বিত সংকলন প্রকাশ করা।

- সকল ব্যক্তি, পরিবার স্ব-ভাষা ভাল জানা, অন্যদের তা শিক্ষাদান করা, ভাষায় ইংরেজি মিশ্রণ নয় শুদ্ধ চর্চা করা, মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা মঙ্গলজনক।

- খ্রিস্টানদের ইংরেজি ভাষা-প্রেম বেশ জোরালো ও সহজ। সেটি ভাল তবে মাতৃভাষা প্রেম অবশ্যই প্রথম, বেশী প্রায়োগিক ও গভীর হতে হবে।

- নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ভাষা রক্ষা, উন্নতি ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বা পারবে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শেষের কিছু কথা: দেশ, মাটি, ভাষা আমরা ভালবাসি। আমাদের দেশ ও ভাষাকে আমাদের সবার প্রচেষ্টা ও কাজে রক্ষা করতে হবে। ভাষা মানুষের প্রাণের ধন, সংস্কৃতির ধন, উন্নতির বাহন। সবাই যার যার মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে, প্রতিনিয়ত অন্তর গভীরে ভালবাসুন। দেশের সকলে মিলে চেষ্টা করলে নিজেদের অমূল্য ভাষাগুলি সযত্নে রক্ষা করা সম্ভব হবে। বিশেষভাবে যারা সচেতন ও শিক্ষিত তাদের এ দায়িত্ব কিন্তু বেশী ও প্রথম। আসুন, আমরা আমাদের ভাষাকে বড় ক'রে দেখি, ভাষাকে রক্ষা ও উন্নতির জন্য সকলে একসঙ্গে এগিয়ে যাই। দেশের খ্রিস্টান সমাজ তার প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ, সুযোগ প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে নিজেদের ভাষাকে বিশ্বের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাক। আর ভাষা সগৌরবে মাথা উচু ক'রে সবার সামনে বিজয়ের সাক্ষী হয়ে থাকুক। আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান ভাষা চর্চার নিবেদিত কেন্দ্র হোক! সবার চেষ্টা ও অংশগ্রহণে আমাদের নিজের নিজের মাতৃভাষার জয় হোক! বিশ্বের সকল মাতৃভাষা টিকে থাকুক!

ফাদার লিও সুক্লেশ দেশাই: একটি নক্ষত্রের সান্নিধ্যস্মৃতি

সাগর কোড়াইয়া

সকাল থেকে ভারতীয় শিল্পী অরিজিৎ সিংএর আবেগী ও দরদী কণ্ঠে 'চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়/ আঁধারের শেষে ভোর হবে/ হয়তো পাখির গানে গানে/ তবু কেন মন উদাস হলো' গানটি কমপক্ষে বিশবার শুনেছি। গানটির মধ্যে মনটা দুঃখে ভারাক্রান্ত করার মতো একটি বিষয় রয়েছে। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ফেসবুকে ফাদার লিও'র মৃত্যু সংবাদটি পাই। ফাদার লিও দেশাই চলে যাবেন ভাবতে পারিনি। শরীর বলতে গেলে শক্ত সামর্থই ছিলো। যদিও শারীরিক কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যেতো মাঝে মাঝে। শেষবার ফাদার লিও'র সাথে বনানী সেমিনারীতে দেখা। অনেক গল্পের মাঝে ফাদার তার শরীরের যন্ত্রাংশ যে অকেজো হয়ে যাচ্ছে সেই কথাই ব্যক্ত করেছিলেন। ফাদারের পায়ের দিকে তাকতেই বুঝতে পারলাম পা ফোলা ভাব। তবে শারীরিক কষ্টের চেয়ে ফাদার লিও'র মনের জোর ছিলো বেশ জোরালো। ফাদার লিও দেশাইকে বনানী সেমিনারীতে শিক্ষাগুরু হিসাবে পাওয়াতে তাকে আরো কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

ফাদারের সাথে আমার বয়সের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু ফাদারের সাথে গল্প জমে গেলে বয়সের ব্যবধান দূর হতো নিমেষেই। আর এর জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন ফাদার নিজেই। ছোটবেলায় শুনতাম ফাদার ইম্মানুয়েল প্রফুল্ল গমেজ, ফাদার লিও দেশাই, ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, ফাদার পৌল ডি'রোজারিও এবং ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও'র নাম। ফাদারগণ প্রত্যেকেই বোর্ণী মায়ের সন্তান। আর আমি বোর্ণী ধর্মপল্লীর হওয়ায় এই কয়েকজন ফাদারকে দেখার ইচ্ছা ছোটবেলা থেকেই ছিলো। সবাইকে দেখার সৌভাগ্য হলেও ফাদার লিও দেশাইকে তখনো পর্যন্ত দেখিনি। এর কারণ হচ্ছে ফাদার লিও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে কাজ করেছেন এবং উনি উৎসবাদিতে শুধু বাড়িতে আসতেন।

বনানী সেমিনারীতে অধ্যয়নকালে ফাদার লিও দেশাইকে প্রথমবার দেখি। এরপর থেকে ফাদারের সাথে অন্যরকম এক হৃদ্যতাপূর্ণ দাদু-নাতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে দুষ্টুমী করে ফাদারকে দাদু বলে ডাকলে শুভ্র দাঁড়ির ফাঁক গলিয়ে মুচকি একটি হাসি ছড়িয়ে দিতেন। বোর্ণী ধর্মপল্লী তথা রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অনেকেই আছেন যারা ফাদার লিও সুকলেশ দেশাইয়ের নাম শুনেছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখেননি। মজার বিষয় হচ্ছে-বোর্ণী ধর্মপল্লীতে অনেকেই ফাদার লিও দেশাইকে ফাদার সুকলেশ আবার দেশাই বাড়ির ফাদার নামে চিনে। ফাদার লিও দেশাইয়ের বড় ভাই অপু খ্রিস্টফার দেশাই আমার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ফাদার লিওকে প্রথমবার দেখে অপু স্যারের মতোই মনে হয়েছে। কথা বলা, হাঁটা চলার মধ্যে অপুর স্যারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলাম।

ধীরস্থির, শান্ত স্বভাবের ফাদার লিও দেশাইকে বনানী সেমিনারীর লাইব্রেরীতে সময় কাঁটাতে দেখেছি বহুবার। সিঁড়ি বাইতে কষ্ট হতো বিধায় অনেকবার ফাদার লিওকে লাইব্রেরীর দোতালা থেকে বই নামিয়ে দিয়েছি। একটা মানুষ বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে এতটাই দখল রাখতে পারেন কিভাবে তা ফাদার লিওকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। বগলদাবা করে সাহিত্যের বই

তিনি ঘরে নিয়ে যেতেন। কতদিন লাগবে পড়তে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'দূর পড়ি নাতো, ঘরে ফেলে রাখি' বলে একগাল হাসি ছড়িয়ে দিতেন। শুনেছি ফাদার লিও দেশাই এমনই বইয়ের পোকা ছিলেন যে বই পড়তে পড়তে সারারাত পার করে ফেলতেন।

ফাদার লিও দেশাই আমার লেখার যেমন একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তেমনি ছিলেন কড়া সমালোচনাকারী। আর ফাদারের এই দিকটি আমার বেশ ভালো লাগতো। ফাদার লিও দেশাই বছরের তিনটি মাস বনানী সেমিনারীতে অবস্থান করে শিক্ষকতা করতেন। আর এই তিনটি মাস ফাদারকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। প্রায়ই বলতাম, ফাদার আপনি এতো পড়েন কিন্তু লেখেন না কেন? ফাদার বলতেন, আমার লেখার হাত কাঁচা! আমার দ্বারা হবে না। একবার এক সেমিস্টারে বনানী সেমিনারীতে ফাদার লিও দেশাই সেমিনারীয়ানদের জন্য অর্ধদিবসব্যাপী একটি কর্মশালা চালাবেন। তাই তার প্রস্তুতির পালা। ফাদার লিও দেশাই আমাকে তার উপস্থাপনার বিষয়বস্তু মুখে বলেছেন আর আমি তা ফাদারকে কম্পিউটারে লিখে দিই। সে সময় দেখেছি ফাদার স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি সাধারণ বিষয়কে কত বিশদভাবে বলতে পারেন। ফাদার লিও দেশাই ছিলেন বাংলাদেশের ফাদারদের মধ্যে প্রথমসারির পিএইচডি ডিগ্রীধারী। এছাড়াও জার্মান ভাষার ওপর তার বেশ দক্ষতা ছিলো। তিনি মণ্ডলীর যে একজন নির্মোহ সেবক ছিলেন তা তার জীবনের বহু ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে।

ফাদার লিও'র কিছু অদ্ভূত অভ্যাস ছিলো। এ নিয়ে আমরা খুব মজা করতাম। প্রতিদিন সকালবেলা ফাদার গ্লাসে করে পান্তাভাত খেতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে পান্তাভাত নিয়ে ইতিবাচক গবেষণার কথা ফলাও করে ঘোষণা করতেন। আমাদের কথায় কখনো রাগ করতে দেখিনি ফাদারকে। ফাদার লিওকে অনেকেই হুজুর বলে সম্বোধন করতেন; ফাদারও মজা করে উত্তর দিতেন বেশ। শান্ত স্বভাবের হলেও ফাদার লিও সত্য বলতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। সত্য কথাই তিনি এমন শান্তভাবে বলতে পারতেন যা কাউকে কখনো পরাভূত করতো না। ফাদার লিও আগের মানুষদের বেশ খোঁজখবর রাখতেন। অনেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেনও। শুনেছি বাড়িতে এলে ফাদার নিজ গ্রামের বাড়িগুলো ঘুরতেন। ফাদার দিলীপ এস কস্তার যাজকীয় অভিষেকের রজত জয়ন্তীতে ফাদার লিও দেশাইয়ের সাথে দেখা। আমার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ফাদার লিও'র হাতে দিলে তিনি খুব খুশি হয়ে বলেন, 'তোমার বইটি আমি কয়েকদিনের মধ্যেই পড়ে ফেলবো'। এরপর কয়েকবারের সাক্ষাতে বইটি নিয়ে তিনি আলাপচারিতা করছেন।

ফাদার লিও দেশাইয়ের মৃত্যু খবর দেখে প্রথমে যে উপলব্ধিটা মনে জাগলো, আমরা একজন ভালো মানুষকে হারিয়েছি। বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেও ফাদারের মৃত্যুর কারণ জানতে পারিনি। অতঃপর দিনাজপুর থেকে একজন ফাদারের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ জানতে পারলাম। গত ১ ডিসেম্বর কাশি, জ্বর এবং লাঞ্চ ইনফেকশনের কারণে ফাদার লিও দেশাইকে দিনাজপুরের জিয়া হার্ট ফাউণ্ডেশনে ভর্তি করা হয়। তিনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেছিলেন বিধায় ফলো আপ ও ভালো সেবা শুশ্রূষার জন্য সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে আনা হয়। সেখানেই বিকাল ৪:৩০ মিনিটে ফাদার লিও দেশাই পঁচাত্তর বছর বয়সী নক্ষত্রের মৃত্যু হয়। ফাদার লিও দেশাই এর মৃতদেহ নিজ ধর্মপল্লী বোর্ণীতে আনার পর দিনাজপুরের কসবা বিশপ হাউজ প্রাঙ্গণে কবরস্থ করা হয়েছে। শারীরিক দিক দিয়ে মৃত্যু হলেও ফাদার লিও দেশাই এর মতো ভালো মানুষের কখনো মৃত্যু হয় না।

পূর্ব প্রকাশ: বরেন্দ্র দূত অনলাইন, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ॥

আপনার শিশুকে নরকে পাঠাবেন না

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

একটি ছোট্ট এতিম শিশু তার মা-বাবার অকাল মৃত্যুর পর তার মাসীর তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকে। মাসী তাকে অনেক আদর-স্নেহ করতো, তাকে নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতো। তার মাসীর একটা খারাপ অভ্যাস ছিল, অন্যের জিনিস চুরি করা। সুযোগ পেলেই মাসী এই সুযোগ হাতছাড়া করতো না। এদিকে ছেলেটি মাসীর আশ্রয়ে থেকেই বড় হতে লাগলো। তার অজান্তেই সে মাসীকে অনুসরণ করতে শুরু করলো। মাঝে মধ্যেই সে অন্যের ক্ষেতের মরিচ, পেঁয়াজ, শাক-সব্জি, অন্যের গাছের লেবু, ইত্যাদি চুরি করে এনে মাসীকে দেয় এবং মাসীও বেশ খুশি হয়।

এভাবে ছেলেটি যতই বড় হতে থাবে, ততই সে বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে, সে চুরি থেকে আস্তে আস্তে ডাকাতের দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। একদিন দলের সঙ্গে একটি মারাত্মক ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির মালিক খুন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে যায়। আদালতের বিচারের রায়ে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তার অন্তিম ইচ্ছা জানতে চাওয়া হয়। তখন সে তার মাসীর সাথে কানে কানে তার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। কর্তৃপক্ষ তাকে সেই অনুমতি প্রদান করে। তখন সে মাসীর কানের একান্ত কাছে গিয়ে তীব্র কামড়ে তার মাসীর কান কেটে দেয়। তখন পুলিশ তাকে আঘাত করে তার অমন বেয়াদবির জন্যে। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কেন সে তার মাসীর সাথে এমন বেয়াদবি করেছে। উত্তরে সে জানায়: "আজ আমার মৃত্যুদণ্ডের জন্যে দায়ী আমার মাসী। কেননা, সে যদি আমাকে ছোটবেলা থেকে চুরি করা এবং মন্দ কাজ করা থেকে বাঁধা দিতো এবং ভাল আদর্শ দেখাতো, তাহলে আজ আমাকে এভাবে মরতে হতো না। আমার মাসীই আমাকে ছোট বেলা থেকে মন্দ কাজ করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই, আমি তার পাপের শাস্তি দিয়ে গেলাম।"

পৃথিবীতে কখনো কোথাও কোন শিশু পাপী-অপরাধী-সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। তাই সব ধর্মই বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি শিশুই নির্মল-নিষ্পাপ-পবিত্র এবং প্রতিটি শিশুই স্বর্গের একটি সুন্দর উপহার। প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী-কৃষ্টির মানুষ বিশ্বাস করে যে, ফুলের মত সুন্দর, ঈশ্বরের মত পবিত্র। খ্রিস্টধর্মে যিশু শিশুদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছেন এবং শিশুদের পবিত্রতা, নম্রতা, সরলতাকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন: "শিশুদের মত যারা, স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই *(মথি ১৯:১৪খ; মার্ক ১০:১৪খ)*।"

শিশুদের সামনে সুআদর্শ স্থাপন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, মহৎ ও পবিত্র কাজ। কেননা, শিশুরা সহজেই অনুকরণ প্রিয়। তারা তাদের সরল পবিত্র অন্তর নিয়ে যা দেখে, তা-ই তারা করতে চেষ্টা করে; যা-কিছু শোনে, তা তারা বলে থাকে। অনেক সময় তাদের মুখ থেকে সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা, ছড়া, কবিতা শুনে আমরা প্রচুর আনন্দ পাই। অন্যদিকে, তাদের রাগের মুহূর্তে, ঝগড়ার সময় তাদের কারো কারো মুখে অতি অশালীন কথাবার্তা, গালিগালাজ শুনে আমরা থ হয়ে যাই। প্রশ্ন আসা স্বভাবিক যে, এসব মন্দ বুলি বা গালি এই নিষ্পাপ শিশুরা শিখলো কোথেকে? এসব শেখাবার জন্যে তো পৃথিবীর কোথাও কোন স্কুল নেই! তবে হ্যাঁ, একটি স্কুল অবশ্যই আছে, তা হলো পরিববারের স্কুল; অথবা, পাড়ার/মহল্লার মন্দ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু-সংঘ বিদ্যালয়।

যিশু বলেন, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিয়ো না; কারণ এই শিশুদের মত যারা, স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই *(মথি ১৯:১৪; মার্ক ১০:১৪)*।" যিশুর এই অপরূপ সুন্দও বাণীর মধ্যে দু'টি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ: "আসতে দাও" ও "বাঁধা দিও না"। এই দুই ধরণের শব্দ চয়নের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ক) "আসতে দাও"- এর অর্থ কি? যিশুর কাছে নিয়ে আসা, যিশুর সান্নিধ্যে উপস্থিত করা, যিশুর ভালবাসার মধ্যে থাকা। যেমন, শিশুদেরকে ছোট্ট বেলা থেকে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া, পারিবারিক প্রার্থনার সময় শিশুকে সাথে রাখা, গির্জায় বা উপাসনায় নিয়ে যাওয়া, সুন্দও করে কথা বলতে শিক্ষা দেওয়া, সুন্দর জীবন-যাপন করতে সহায়তা করা, মা-বাবার প্রেমপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করা, মা-বাবা ও পরিবারের সকল কর্তৃক তাদের সামনে সুন্দর আদর্শ তুলে ধরা। এসব সুন্দর বিষয়গুলো একটি শিশুকে যিশুর কাছে আসতে এবং যিশুর ভালবাসার মধ্যে বাস করতে সাহায্য করে।

খ) "বাঁধা দিও না" - এর অর্থ কি? শিশুকে যিশুর কাছে আসতে সাহায্য না করা এবং যিশুর কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া। যেমন, ছোটবেলা থেকে শিশুকে কোন প্রার্থনা শিক্ষা না দেওয়া, গির্জায় বা উপাসনায় শিশুকে না নিয়ে যাওয়া, সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলা ও সুন্দর আচরণ করতে শিক্ষা না দেওয়া, শিশুদের সামনে খারাপ আদর্শ দেখানো, মা-বাবার ঝগড়া, বিশ্রী গালি-গালাজ করা, অশান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করা, মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ ও অবৈধ সম্পর্ক। এসব বিষয় একটি নিষ্পাপ শিশুকে যিশুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে নরকগামী করে তোলে।

একবার একটি সম্মেলনে একজন বাবা তুলে ধরেছিলেন, তিনি কীভাবে সন্তানের সামনে মন্দ আদর্শ তুলে ধরে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছিলেন। তার সেই বর্ণনাটি ছিল এই রকম: "আমি একদিন বিকাল বেলা হঠাৎ করে ঘরে ফিরলাম। যা দেখলাম, তা দেখে আমি রীতিমত হতভম্ভ। আমার আদরের একমাত্র শিশু-ছেলেটি পাড়ার কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে মদের একটি খালি বোতল ও গ্লাস নিয়ে মদ খাওয়া প্র্যাকটিস করছে, ঠিক যেভাবে বড়রা একত্রে বসে মদপান করে, ঠিক সেই ভাবে। আসলে, আমিই পাড়ার কয়েক জনের সাথে মদ খেয়ে খালি বোতলটা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। এই দৃশ্য আমাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে এবং আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার সন্তান, আমার ভবিষ্যৎ আমি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমার সন্তানকে নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে আমি সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আর মদ খাবো না।"

একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন, "যদি কোন পিতা-মাতার সন্তান নাস্তিক হয়ে যায়, তবে তার জন্যে দায়ী তার পিতা-মাতা।" যারা ঈশ্বরের মত পবিত্র, স্বর্গদূতদের মত নির্মল, ফুলের মত সুন্দর শিশুদের পাপের পথে, ধ্বংসের পথে, অসুন্দর পথে নিয়ে যায়, যিশু আরো কড়া ও কঠিন ভাষায় তাদের সর্তক করে দিয়ে বলেছেন: "কেউ যদি আমার প্রতি বিশ্বাসী এই এমন ছোটদের একজনেরও পতন ঘটায়, তাহলে বড় জাঁতাকলের পাথরটা তার গলায় ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রের গভীর জলে ডুবিয়ে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল *(মথি ১৮:৬)*।"

তাই, শিশুকে নরকের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং তাদেরকে স্বর্গের পথে চালিত করতে শিশুদের পিতা-মাতা, শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের জন্যে এসএ রোবেল রচিত নিম্নের কবিতাটি এখানে উপস্থাপন করছি।

শিশুরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে
সমালোচনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে কেবল নিন্দা করতে শেখে।
বিদ্রুপের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে কেবল লাজুক হতে শেখে।
শত্রুতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে কেবল হানাহানি করতে শেখে।
কলংকের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে কেবল অপরাধবোধ শেখে।
ধৈর্যের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে সহিষ্ণুতা শেখে।
উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।
প্রশংসার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে মূল্যায়ন করতে শেখে।
নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে ন্যায়পরায়নতা শেখে।
নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে।
অনুমোদনের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে নিজেকে ভালবাসতে শেখে।
স্বীকৃতি আর বন্ধুদের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে,
সে শিশু পৃথিবীর ভালবাসা খুঁজে পেতে শেখে॥

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2022-2023/588 Date: 20th February, 2023

Advertisement for the Spoken English & Life Style Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 40th batch of Spoken English & Life Style Course. The course details are as follows:

Focus area of the course	:	Speaking, Listening, Writing & Lifestyle
Course starting date	:	08th March, 2023
Duration of the course	:	2 months
Course fee	:	Tk. 3,500 /- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	:	Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday 4:00 – 6:00 pm)
Collection of form and Submission	:	Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit http://www.cccul.com/
Last day of admission	:	05th March, 2023
Admission eligibility	:	Any students/youth can get admission (All Community).

- Those who are looking for a job after graduation will get preference.
- Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- The Minimum education qualification is S.S.C.
- The course is taken by highly experienced teacher.
- A Certificate will be awarded after successful completion of the course.
- Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open for every working day in office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Michael John Gomes
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2022-2023/587 Date: 20th February, 2023

Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 25th batch of IELTS Course.
The course details are as follows:

Focus area of the course	:	Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date	:	08th March, 2023
Duration of the course	:	2 months
Course fee	:	Tk. 7,500/- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	:	Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday) from 6:00 pm - 8:00 pm
Collection of form and Submission	:	Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit http://www.cccul.com/
Last day of admission	:	5th March, 2023
Admission eligibility	:	Any students/youth can get admission (All Community).

- Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- The Minimum education qualification is S.S.C.
- The course is taken by highly experienced teacher.
- Students must be attending 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Michael John Gomes
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/৬৮/২৩

অব্যক্ত ভালবাসা

বেঞ্জামিন সুবুলী গোমেজ

বাড়ী থেকে বেড় হয়ে প্রবীর সোজা গিয়ে ডান দিকের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে থাকে। প্রবীরদের বাড়ী থেকে বাস স্টেশনটা বেশ দূর, বলতে গেলে প্রায় ঘন্টা খানেকের হাঁটার পথ। বাড়ী থেকে বাস স্টেশনে পায়ে হেঁটে আসা ছাড়া অন্য কোন যান চলাচলের কোন ব্যাবস্থা তখন পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। অন্য পথে নৌকায় করে যাওয়া যায়, প্রবীর নৌকার চেয়ে হাঁটাটা বেশ সুখদায়ক মনে করে। দু'দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছিল প্রবীর।

কোন অবস্থাতেই মা গরম ভাত না খেয়ে বাস্তায় রওনা হতে দিবে না বিধায় ঘর ছাড়তে একটু দেরী হয়ে যায়। তবুও কোন অসুবিধা নেই, তেমন কোন তাড়াও নেই। মেঠো পথ ধরে ডান দিকের রাস্তায় তাকাতেই প্রবীরের চোখ পরে ডান দিকের বাড়ীগুলোর দিকে। সাথে সাথে একটা নাম ভিতর থেকে আন্দলিত হয়ে ওঠে! স্মৃতির পাতায় ভেসে আসে একটা মুখ, যেখানে আছে এক প্রশান্তি! ভাবতেও মনটা উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে। মনটা ভরে উঠলো এক অনাবিল আনন্দে। কতদিন হয়ে যায় ওর সাথে দেখা হয়নি কথা ও হয়নি।

কি সুন্দর একটা সময় ছিল যখন ওরা একই গ্রামে বড় হয়েছে। প্রতিদিন দেখা হতো, কথা হতো। গ্রামে থাকতে প্রবীর কখনো ভাবতেও পারেনি যে, সে ওকে ভালবাসে। ঠিক সে সময়ই বুঝতে পেরেছে যখন ওদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে ওদের বাবা ঢাকায় নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। তখন থেকেই মনের ভিতর যেন কেমন একটা খালি খলি ভাব আসতে থাকে। তারপর প্রবীরও চলে আসে ঢাকায়। অন্যান্য সব ব্যতিব্যস্ততার মাঝেও প্রবীর চেষ্টা করেছে ওর সাথে যোগাযোগ রাখতে। কিন্তু দু'জনেই চাপা প্রকৃতির। ভালবাসাটাকে প্রকাশ করতে পারেনি। কেন পারেনি প্রবীর খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবতে থাকে। এমনি একটা সময় নিয়ে যেন এ ভাবনা চলতে পারে! আপন গতিতে চলছে আর প্রবীর ভাবছে, কেন সে পারেনি এ সহজ কথাটা ওকে বলতে!

চৈত্রের মধ্যাহ্ন গরমে ও একটা মৃদুমন্দ সমীরণে সদ্যোজাত ধান খেতের যে ঢেউ তা যেন প্রবীরকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে প্রবীরের মনেও দোলা দেয় এক পুলকিত আনন্দ। ওকে ভাবতে এত ভাল লাগছে কেন! প্রবীরের মনে হলো ঠিক এমনি সময় যদি ওর হাত ধরে এ মেঠো পথে চলা যেত, তা'হলে কতই না মজা হত! দু'জনে পাশাপাশি হাত ধরে হাঁটতে কতই না মজা! কোমল হাতের আঙ্গুল গুলো স্পর্শ করতে কতই না মধুময়! প্রবীরের ভাবনাগুলো যেন সদ্যগজিয়ে ওঠা ধান খেতের উপর বাতাসের টেউয়ের মতোই দোলা দিতে থাকে।

প্রবীরের ভাবনায় বাধা আসে আধা শুকনো খালটা পাড় হতে গিয়ে। খালে কিছুটা পানি। একটু ঘুরে গেলে শুকনো পায়ে পাড় হওয়া যায় বটে! প্রবীর একটু ঘুরে খাল পাড় হয়ে খেজুর বাগানের পথটা ধরে আবার হাঁটতে শুরু করে। এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে। সামনে লম্বা একটা পথ পাড় হওয়ার পর বেশ দূরে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম, তার পরের গ্রামের পরই যে নদী সেটা পার হওয়ার পরই বাস স্টেশন। চৈত্রের দুপুরে রাস্তায় তেমন কোন লোকের ভীড় নেই। পায়েচলার রাস্তায় মাঝে মাঝে সাইকেলের টুং টাং শব্দ দিয়ে সাইকেল চলা ছাড়া আর কোন যানবাহনের ঝামেলা নেই। মাঝে মাঝে এদিক থেকে বা ওদিক থেকে পায়ে চলার লোক আসা যাওয়া করছে।

প্রবীর আপন মনে হেঁটে চলছে। ভাবনার মাঝে প্রবীর এক সময় সামনের দিকে তাকায়, চোখ আর সরিয়ে আনতে পারছে না!

একি! এতো স্বপ্ন নয়?

কি করে সম্ভব ?

যাকে নিয়ে, যে দু'অক্ষরের নামটা ভাবতে ভাবতে এতটা পথ চলে এসেছে, এতো সেই!

সুতির সাধারণ একটা শাড়ী পরা হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে আসছে সামনের দিক থেকে। পাশে ওর সাথে কে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। কাছে আসতেই, চৈত্রের মৃদুমন্দ বাতাসে বুক থেকে খসে যাওয়া মসৃণ খসখসে শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে খুবই পরিচিত প্রাণবন্ত একটা হাসি দিয়ে ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলো,

- কেমন আছো?

প্রবীর এতক্ষণ যা ভাবছিল, যা মনের গভীর থেকে চিন্তা করছিল সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেল!

যেন একটা স্বপ্নের মত।

ও হতভম্ব! কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না সে, অনেক কিছুই বলতে চাচ্ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেড় হচ্ছে না। তবুও অনেক সাহসের উপর ভর করে জিজ্ঞেস করে,

- একি! চৈতি তুমি? এ সময়ে কোথা থেকে এলে?

এরই মাঝে দু'জনে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়েছে। কিছু মুহূর্তের জন্য দু'জনেই মৌন। এ দু'টো যুবক-যুবতীর চোখ-মুখ দেখে যে কোন লোক অনায়াসেই বলে দিতে পারবে এদের ভালবাসার দীর্ঘতা এবং গভীরতা। কিছু সময়ের মাঝে নিজেদেরকে সামলিয়ে নিয়েছিল দু'জনেই। পরস্পর পরস্পরের কুশলাদির পর খানিকটা সময় নিয়ে দু'জনে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন শেষ করে যে যার পথ ধরে চলতে থাকে ভালবাসা আর স্নিগ্ধতার এক আমেজ নিয়ে। এদের ভালবাসা যেন মনের মৌনতায়। এর মাঝে মাসতুতু ভাই, যদিও দূরঃসম্পর্কের আবার তাগাদাও দিয়েছিল তাড়াতাড়ি চলে আসতে; দুপুরের মধ্যেই তাকে আবার বাড়ী ফিরতে হবে।

কলেজ ছুটি হওয়াতে ও এসেছে গ্রামে ঠাকুর মার সাথে কিছুদিন থাকবে বলে। গতকাল দেরি হওয়াতে বাড়ী না গিয়ে ওর মায়ের এক বান্ধবীর বাড়ীতে ছিল, যাকে ওরা ছোটবেলা থেকেই মাসি বলে চিনে। তাই তো মাসি ওকে একা এতটা পথ আসতে না দিয়ে, মাসতুতো ভাইকে সাথে দিয়ে বাড়ীতে ওকে ওর ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে। প্রবীর চলছে তার আপন গতিতে তার গন্তব্যের দিকে। কিন্তু তার চোখে-মুখে পূর্বের সেই প্রসন্নতা নেই। কেন জেনো একটা ভাবনায় ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন প্রবীরের পক্ষে সম্ভব নয় ওকে ফিরাবে। কি করে ওকে ধরে রাখবে! না আছে ভাল একটা চাকুরী, না আছে আর্থিক সচ্ছলতা। যে চকুরীটা করছে সেটাও তো এমন কোন চাকুরি নয় যা দিয়ে আর একজনকে ঘরে এনে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়া যায়। ভেবে কোন কুল-কিনারা পাচ্ছিল না সে। এক সময় প্রবীর পৌঁছে যায় ওর ঈপ্সিত বাস স্টেশনটায়। সময়ের গতিতে বাসে করে ফিরে আসে ঢাকাতে।

এর মাসখানিক পরে প্রবীর জানতে পারে, চৈতি, যাকে ও মনের কোঠায় রেখেছিল তার বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম দিকে প্রবীরের খারাপ লাগলেও নিজেকে সামলে নিয়েছিল। সে নিজেকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে, যার পায়ের তলায় মাটি নেই সে কি করে তখন বিয়ে করবে! নিজেদেরই চলার মত অবস্থা তখন ছিল না! এর মাঝে আর একজনকে এনে কি খাওয়াবে কি পরাবে! তাছাড়া ঠিক ঐ সময়টাতে ওর পক্ষে বিয়ে করাটাও সম্ভব ছিল না। সর্বশেষ কথা ছিল ওর জন্য প্রস্তাব নিয়ে গেলও মেয়ের অভিভাবকগণ রাজী হতো কিনা?

প্রবীর ওকে বলেছিল আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে। কিন্তু ওর বাবা-মা তাতে রাজি ছিল না। রাজি না হওয়ার ও একটা কারণ ছিল, ভাল একটা পাত্রের সন্ধান বাবা-মা পেয়েছে। কোন অবস্থায় ও যেন পাত্রটি হাত ছাড়া না হয়, যে জন্য একরকম জোর

করেই রাজি করিয়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। বাবা-মার অধীনে থাকা একটা অবিবাহিতা মেয়ের কিছুই করার ছিল না! তাই তো চৈতিও ভাগ্যের উপর ভর করে নিজের ভাল লাগা ইচ্ছা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। শুধু অন্তরযামীই বলতে পারবেন কি কষ্টে সে সেদিন তার জীবনের প্রথম প্রেমকে বিসর্জন দিয়ে, বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করে অন্য আর একজনের হাত ধরে তার সংসারে ঠাঁই করে নিয়েছিল! দেখা যাচ্ছিল সে সুন্দর করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। আর অন্য দিকে প্রবীরের খবর কেউ রাখেনি। সবাই জানে প্রবীর বিদেশে আছে। জীবনের প্রথম ভালবাসাটাকে জয় করেতে না পেরে প্রবীর অকৃতকার্যতার খাতায় নাম লিখিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত ভরা মন নিয়ে বিদেশে চলে যায়। আর কোন ভালবাসা প্রবীরের জীবনে আসেনি। আর আসবেই বা কেমন করে! অন্য কোন মেয়ের দিকে ভাল করে চোখ তুলে তাকিয়েও দেখেনি কোনদিন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই জানতো প্রবীর বিদেশে আছে, কিন্তু ঠিক কোথায় আছে তা কেউ জানতো না বা কেউ কোনদিন জানারও প্রয়োজন মনে করেনি। মা মারা যাওয়ার পর আপন বলতে ছোট বোন ছাড়া আর কেউ ছিল না। বোনটার বিয়ে হওয়ার পর সে সংসারী হয়ে পরে। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝেই ভাইয়ের খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রবীরই আস্তে আস্তে দূরে চলে আসে। ক্রমান্বয়ে দূরত্বটা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে যে যার মত নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়।

কয়েক বছর পর কোন ভাবে দেশে খবর এলো প্রবীর আর বেঁচে নেই। কোন একটা দুর্ঘটনায় ওর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেউ জানতো না যে কি রকম দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে যদি না প্রবীরের এক বন্ধু এসে না বলতো। রকীবের সাথে প্রবীরের পরিচয় অষ্ট্রিয়াতে থাকা সময়ে। আকস্মিক ভাবে কোন এক শপিং মলে রকীবের সাথে প্রবীরের পরিচয় ঘটে। তারপর আস্তে আস্তে দু'জনার মাঝে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সেই রকীবই এসে প্রবীরের মৃত্যুর আসল দুর্ঘটনার কথাটা বলে। প্রবীর থাকতো ভিয়েনার নয় তালার উপরে ছোট একটা এপার্টমেন্টে। প্রবীরের মৃত্যু হয়েছে সেই এপার্টমেন্টের বারান্দা থেকে পড়ে। সে কিভাবে বারান্দা থেকে পড়ে যায় তা কেবল বলতে পারবে স্বয়ং বিধাতা যিনি সব কিছুই দেখেন, আর বলতে পারবে সে নিজে যে মারা গিয়েছে!

প্রবীরের দুর্ঘটনার মৃত্যু সংবাদটা খুব দ্রুত সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পরেছিল। এক সময় খবরটা চৈতির কানেও গেল। তারপর থেকে চৈতির কি হলো তা' কেউ বলতে পারে না! ঐ দিনের পর থেকে চৈতির মুখ থেকে কেউ কোন শব্দ শুনতে পায়নি। সংসারের সব কিছুই সামলিয়ে নিচ্ছে শুধু ঠোঁটে নেই কোন হাসি আর মুখে নেই কোন ভাষা! ৯০

সাধু জন ব্যাপটিস্ট রিকো

জন ব্যাপটিস্টের জন্ম ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই । তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন খাঁটি খ্রিস্টান। ফলে সন্তানগণও পিতা-মাতার মত ধর্মনিষ্ঠ হন। আটজনের মধ্যে জন ছিলেন একটু অন্য রকম। গরীব-দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই উদার। তাঁদের পরিবারের নিজস্ব খাবার তিনি ঘরে ভিক্ষুকদের নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াতেন। যখন তিনি জানতে পারতেন সমপাঠীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ তখন তিনিই হতেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সবার আগে তাকে সান্ত্বনা দিতে যেতেন।

১৯ বৎসর বয়সে কার্মেলাইট যাজকদের দ্বারা তিনি ঐশ্বতাত্ত্বিক জ্ঞান ও গঠন লাভ করেন। এরপর তিনি হলি ট্রিনিটি ধর্মসংঘে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। পড়াশুনায় তিনি ছিলেন খুবই মনোযোগী ও অস্বাভাবিকভাবে অধ্যয়ন প্রিয়। নিজ পরিবার থেকে প্রার্থনার প্রতি মনোযোগী হওয়ার যে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেন পরবর্তী জীবনে তা-ই কাজে লাগান। দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় থেকে তিনি অন্তরে প্রশান্তি লাভ করেন। সংসার থেকে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন তা বুঝাবার জন্য তিনি তাঁর পারিবারিক নাম ত্যাগ করেন অর্থাৎ বাবার পদবী বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে মায়ের পদবী গ্রহণ করেন। তাই পরে তাঁর নাম বা তিনি পরিচিত হন জন ব্যাপটিস্ট রিকো নামে।

জন ব্যাপটিস্ট ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন। কিন্তু আত্মিকভাবে বা মনের দিক দিয়ে তিনি অনেক সবল বা শক্তিশালী ছিলেন। মানুষকে ভালবাসার এক আশ্চর্য সামর্থ ও কৌশল তাঁর জানা ছিল। কোন বিষয় যদি তাঁর ভাল লাগত সেই ব্যাপারে তিনি অনেক মনোযোগী হতেন। তাঁর এমন একটি হৃদয় ছিল যা দিয়ে তিনি তীব্রভাবে মানুষকে ভালবাসতে পারতেন। একজন ধর্মযাজক হিসাবে তাঁর অনেক সুউচ্চ সুনাম ছিল। তাঁকে যখনই যেকোন কাজের জন্য বলা হতো বিরক্ত না হয়ে খুশি মনে তিনি কাজটি করতেন। তিনি ছিলেন একজন ভাল বাণী প্রচারক।

জন রিকো যখন ধর্মীয় জীবনে আসেন, তাঁর সম্প্রদায়টি ছিল ৪০০ বছরের পুরানো। সম্প্রদায়টি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনেকটা হারিয়ে গিয়েছিল। যারা এই সম্প্রদায়ের সম্মানিত সভ্য ছিলেন উৎসর্গীকৃত জীবন ও আত্মত্যাগের জীবনে তাদের মধ্যে শিথিলতা এসে পড়ে এবং তারা খুব সহজ ও আরামের জীবন-যাপন করতে থাকেন। জন রিকো যিনি ছোটবেলা থেকেই খ্রিস্টীয় প্রেরণা ও চেতনায় বড় হয়েছেন, সম্প্রদায়ের সভ্যদের এধরণের আরামপ্রিয় জীবন তাঁর কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলো। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ভালবাসা এবং অদম্য উৎসাহ তাঁকে শক্তি যোগাল তিনি যেন এসবের সঙ্গে কোন আপোস না করেন। তাঁকে যে ঐশ্বরিক দান দেয়া হয়েছে হয় তিনি তাঁর পুরোপুরি ব্যবহার করবেন নয়তো কিছুই করবেন না। ধর্মীয় জীবনে মাঝামাঝি অবস্থানে থাকার কোন সুযোগ নেই।

জন ব্যাপটিস্ট সংঘ প্রধান হওয়ার পর সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার কাজ শুরু করেন। তিনি খুব ধীরগতিতে ও সতর্কতার সাথে এই কাজ শুরু করেন। প্রথমে তিনি নিজের জীবন সংশোধনের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি সব কিছু প্রভু ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতেন। একদিন তিনি যখন পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিলেন, অন্তরঙ্গভাবে তিনি প্রভুকে বললেন, "প্রভু, তুমি তো জান আমি তোমাকে ভালবাসি। এ বিষয়টি একদম জলের মতো পরিষ্কার। প্রভু, এই জীবনে আমি কোন সম্মান বা গৌরব চাই না, কিন্তু তোমার ভালবাসার জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে চাই।

তিনি পোপের অনুমতি নিয়ে "হলি ট্রিনিটির" অনুকরণে নতুন ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। বলা যায় নতুন এই ধর্মসংঘ "হলি ট্রিনিটি" ধর্মসংঘ থেকেই উদ্ভূত হলো। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। মারা যাবার আগে এমন একটি ধর্মসংঘ তিনি রেখে যেতে সক্ষম হলেন যা তাঁর প্রতিষ্ঠাতার মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ধরে রাখতে সক্ষম হলো। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পৌল জন ব্যাপটিস্টকে কাথলিক মণ্ডলীর একজন সাধু হিসাবে ঘোষণা করেন॥ ৯০

বাংলার জনপদ থেকে

“বেতার এবং শান্তি”

ফাদার সুনীল রোজারিও

যারা মনে করেন ফেইসবুক হলো আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে পাওয়ারফুল গণমাধ্যম, গণমাধ্যম জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা সীমিত। ফেইসবুকের পুরো চরিত্রটা কিন্তু সত্য-মিথ্যা প্রচারের একটি প্লাটফর্ম। এরা দিনে কতো মানুষের সমাধি দেয়- একবার ভেবে দেখুন। চরিত্র হরণ করা, মিথ্যা বার্তা প্রচার করা গণমাধ্যমের কাজ নয়। সুস্থ বিনোদন, নিরপেক্ষ বার্তা দিয়ে, মূল্যবোধ তুলে ধরে সমন্বিত মানব গড়ে তোলাই গণমাধ্যমের আসল ভূমিকা। ভেবে দেখুন- টিকটকের নামে অপসংস্কৃতি আজকের সন্তানদের কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল সংস্কৃতিকে যারা মনে করে সব কাজের কাজি- তাদের জন্য বড় আশঙ্কার কথা হলো, এই সংস্কৃতির ফলে মানুষ যে সামাজিক জীব সেই প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আজকের প্রজন্ম যেনো যার যার মতো করে বেড়ে উঠছে। আমার মনে হয় আমাদের খ্রিস্টান যুব সমাজ একটু বেশি এগিয়ে গেছে। দেখুন- তাদের জন্য তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রেজাল্ট কী ইঙ্গিত দিচ্ছে। এক সময় প্রতিটি পরিবারে রেডিও ছিলো। এখন নেই। অনেকে মনে করেন রেডিও সেকেলে। এখন হাতে হাতে মোবাইল। তাদের জন্য বার্তাটি হলো, মোবাইল ভয়েজ চলে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে।

ইটালীয়ান বিজ্ঞানি জুলিয়েলমো মার্কুনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রেডিও তরঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন। সেই থেকে গোটা বিশ্বে পুরো এক শতক রেডিও একক গণমাধ্যম হিসেবে রাজত্ব করে আসছিলো। পরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে টেলিভিশন আবিষ্কার হলেও একটি একক গণমাধ্যম হিসেবে কর্তৃত্ব করার ইতিহাস সাম্প্রতিককালের। তবে যত প্রকারের সম্প্রচার মাধ্যম রয়েছে এবং তার যে অডিও, সেটা কিন্তু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে চলে। তাই বলতেই হয় রেডিও তার রাজত্ব হারায়নি।

জাতিসংঘ তার শান্তি কার্যক্রম আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ রেডিও স্থাপন করেছিলো। এর আগে এবং পরেও জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। জাতিসংঘ পূর্ণাঙ্গভাবে শর্টওয়েভ বেতার তরঙ্গ চালু করে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। জাতিসংঘ রেডিও স্থাপনের ৬৬ বছর পর অর্থাৎ ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এই জাতিসংঘই বিভিন্ন দেশের অনুরোধে প্রতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি “বিশ্ব বেতার দিবস” পালনের ঘোষণা দেয়। এ বছরও সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস পালিত হয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো দপ্তর এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের মূল বাণী “বেতার এবং শান্তি” হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম কর্মী যারা রেডিও গেলো বলে যারা হায় হায় করছিলেন এবার ভালো করেই দেখেছেন রেডিও তার অবস্থানে কতো শক্তিশালী। এখানে বাংলাদেশের কথাই বলতে চাই- দেশের সর্বত্রই এবার বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র আলাদাভাবে বিশ্ব বেতার দিবস পালন করেছে। মানুষ নতুন করে বুঝতে শিখেছে যে, কাজ ফেলে মোবাইলের বাটন টিপা বা টেলিভিশন নিয়ে বসে থাকার সময় অনেক কম। রেডিও যেহেতু টিপতে হয় না তাই আপন ছন্দে চলে গাড়িতে, ঘরের কোণায়, ধান খেতের আইলে এবং যেখানে সেখানে। টেলিভিশন ক্যাবল কানেকশন ছাড়া চলবে না। টেলিভিশন যথা-তথা বহন করা সম্ভব নয়। একটি এন্ড্রয়েট বা টাচ ফোন হর হামেশা চালাতে হলে প্রচুর খরচ করতে হবে। কিন্তু রেডিওর জন্য মাসে ৫০ টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট এবং আরোও সুবিধা হলো ক্যাবল কানেকশনের প্রয়োজন পড়ে না, আর বহন করতে সুবিধা।

বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্য করে এবার ১৩ ফেব্রুয়ারি অনলাইন রেডিও জ্যোতি'র নামে রাজশাহী বিশপ ভবনের সন্নিকটে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে আড্ডায় বসেছিলাম। বাংলাদেশে কাথলিক খ্রিস্টানদের একমাত্র রেডিও স্টেশন অনলাইন রেডিও জ্যোতি প্রচারিত হয় রাজশাহী কাথলিক ডাইয়োসিস থেকে। রেডিও জ্যোতি বিশ্ব বেতার দিবসের আলোচনার জন্য বাংলার জনপদের চট্রগ্রাম, টাঙ্গাইল, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী থেকে মোট ৩০জন ডি-এক্সার শ্রোতাকে (DX means Distance unknown/ Distance extreme) আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো- যাদের মধ্যে ২৮জন ডিএক্স শ্রোতা আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। যারা বিশ্বের বিভিন্ন বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান শোনেন এবং বেতারের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেন- রেডিওর ভাষায় তাদেরকে বলা হয় ডিএক্সার। কেন্দ্রে উপস্থিত এই ডিক্স শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, পিএইচডি ডিগ্রিধারী কলেজের প্রিন্সিপাল, লেকচেরার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী এবং রেডিও সাংবাদিক। দিনের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন- অনলাইন রেডিও জ্যোতির বোর্ড অব ডিরেক্টরর্স চেয়ারম্যান এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এই ডিএক্সারদের সবাই কোনো না কোনো বেতার শ্রোতা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বা শ্রোতা ক্লাবের সঙ্গে জড়িত এবং সবাই ইসলাম ধর্মের অনুসারি।

বেতার শ্রোতা সংগঠনগুলো অরাজনৈতিক। বিভিন্ন দেশের বেতার সম্প্রচার শুনতে শুনতে তারা গড়ে ওঠেন এভাবেই। শত- হাজার মাইল দূরের শ্রোতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ না হলেও চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। আর এভাবেই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি- বেতার শ্রোতারা অন্যান্য যে কোনো সভা-সংগঠন থেকে আলাদা। মাঝখানে একটা শূন্যতার পরে বেতার দিবসের এই জমায়েতে আবারো নিশ্চিত হলাম- বেতার শ্রোতাগণ আগের কক্ষপথেই রয়েছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও তাঁর সমাপণী বক্তব্যে বলেন, “আমি আজ সত্যিই বুঝতে পারছি যে, রেডিওর সাথে শ্রোতাবন্ধুদের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আর সেটা প্রকাশিত হয়েছে আপনাদের আবেগজড়িত অনুভূতি প্রকাশের মধ্যদিয়ে।” তিনি বলেন, “রেডিওকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয় সেটা কিন্তু যারা টেলিভিশন দেখে তাদের মধ্যে হয় না। সেজন্য আমি মনে করি রেডিওর মধ্যদিয়ে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা যে, যে ধর্মেরই হই না কেনো, শান্তি প্রতিষ্ঠা সবারই লক্ষ্য। কারণ আমারা সকলে ভাই-বোন, এক স্রষ্টার সৃষ্টি এবং এক ধরিত্রীর বাসিন্দা। এই মনোভাবটা রেডিও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে- আজকের এই মিলন তার প্রমাণ।” রেডিও বেঁচে থাকুক- শান্তির বাহন হিসেবে। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

আলোচিত সংবাদ

তুরস্ক থেকে দেশে ফিরলো ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল

তুরস্কের উদ্ধারকাজ শেষ করে বাংলাদেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমান সি-১৩০-এ করে তারা দেশে ফেরেন। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর থেকে মিডিয়া কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাদের (উদ্ধারকারী দল) স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এসময় কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জুনে জাতীয় গ্রিডে মাতারবাড়ীর বিদ্যুৎ

কক্সবাজারের মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আগামী ডিসেম্বরে যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে। এরই মধ্যে দেশের বৃহৎ এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে, যা আগামী জুনে পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হবে। ডিসেম্বরের মধ্যেই পুরোদমে শুরু হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশের (সিপিজিসিবিএল) নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক কাজের অগ্রগতি হয়েছে ৮০ শতাংশ। এখন টেস্টিং কমিশনিং করছি। আগামী এপ্রিলে ৮০ হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে মাদার ভেসেল আসবে। ওই কয়লা দিয়ে ফায়ারিং শুরু করব। জুন মাসে পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিড বিদ্যুৎ দেব। ডিসেম্বরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোদমে চালু হবে।' কক্সবাজার জেলা সদর থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত মহেশখালীর দ্বীপ ইউনিয়ন মাতারবাড়ী। এ ইউনিয়নের উপকূলীয় এলাকায় লোনাপানি জমিয়ে লবণ উৎপাদন হতো সিংহভাগ এলাকায়। এ এলাকার ১ হাজার ৬০০ একর লবনভূমিতে গড়ে উঠেছে দেশের বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমানে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক কাজের অগ্রগতি হয়েছে ৮০ শতাংশ। পুরোদমে উৎপাদনে গেলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দৈনিক খরচ হবে ১০ হাজার মেট্রিক টন কয়লা, যার জন্য এরই মধ্যে ৮০ হাজার টন কয়লা নিয়ে আসা মাদার ভেসেল ভিড় করতে তৈরি করা হয়েছে জেটি। সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে রক্ষা করতে নির্মাণ করা হচ্ছে ১৪ মিটার উঁচু বাঁধ। বাঁধের ভিতরে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবকাঠামো থাকছে ১০ মিটার উঁচু। প্রসঙ্গত, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি জন্য ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ঋণচুক্তি করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৪৩ হাজার ৯২১ কোটি ৩ লাখ টাকা প্রকল্প সহায়তা হিসেবে দেবে জাইকা। বাকি ৭ হাজার ৯৩৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা দেবে বাংলাদেশ সরকার ও সিপিজিসিবিএল নিজস্ব তহবিল থেকে।

আগামী বছরের মার্চেই রাজাকারের তালিকা প্রকাশ হবে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, আগামী বছরের মার্চ মাসেই সারাদেশে রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, রাজাকারের তালিকা প্রকাশের জন্য একটা নীতিমালা করা হয়েছে। কাজ চলছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না। তবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। শনিবার দুপুরে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মস্কোয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব

বাংলাদেশের বন্দরে রাশিয়ার জাহাজ প্রবেশে বাঁধা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে রাশিয়া। মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি মাসের শুরুর দিকে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে থাকা কয়েক ডজন রাশিয়ান জাহাজকে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা মস্কোয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে বলেছে- 'রাশিয়ান জাহাজকে বাংলাদেশে ঢুকতে না দেওয়ার পদক্ষেপ ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে।' প্রসঙ্গত, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পারমাণবিক শক্তি সংস্থা রোসাটম বর্তমানে পাবনার রূপপুরে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। ঢাকা মস্কোর কাছে অনুরোধ করেছে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহে যেন এমন জাহাজ ব্যবহার করা হয় যেটার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

'নিবিড়ের মতোই বাকি তিনজনকে আমি আমার সন্তানই মনে করি'

কানাডার টরন্টোতে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে আইসিইউতে ভর্তি আছেন সঙ্গীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের ছেলে নিবিড়। দুর্ঘটনাকালে তার সঙ্গে আরো তিনজন বন্ধু ছিল। তিনজনই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পোস্টে কুমার বিশ্বজিৎ একমাত্র ছেলে নিবিড়ের জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। একইসঙ্গে নিবিড়ের নিহত তিন বন্ধুর আত্মার শান্তি কামনা করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, 'জীবন' কখনো কখনো অনেক বড়ো পরীক্ষার অন্য এক নাম। হঠাৎ আসা কোনো ঝড়ের মতো গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কানাডার টরেন্টো শহরে আমার একমাত্র সন্তান নিবিড় এবং তার তিন বন্ধু আরিয়ান দীপ্ত, শাহরিয়ার খান মাহির ও এঞ্জেলা শ্রেয়া বাড়ৈ এক সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। আরিয়ান, মাহির ও শ্রেয়া আমাদের সবাইকে ছেড়ে অন্য দুনিয়ায় চলে গেছে। নিবিড়ের মতোই বাকি তিনজনকে আমি আমার সন্তানই মনে করি। তারা আমার পরিবারেরই একটা অংশ। তাদের সবার সাথেই আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুতুল্য। আমি মেনে নিতে পারছি না তারা নেই। সন্তান হিসেবেই তাদের স্মৃতি আমার হৃদয়ে থাকবে চিরজাগ্রত। আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এই শোক সহ্য করবার শক্তি দেন।

রাশিয়া যাচ্ছেন চীনা প্রেসিডেন্ট

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। সফরে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন। ইউক্রেন সংঘাত নিরসনে বেইজিং যখন নেতৃত্বের ভূমিকায় আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন এমন সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত এমন সূত্রের বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মঙ্গলবার এ দাবি করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী এপ্রিল কিংবা মে মাসের প্রথম দিকে মস্কো যেতে পারেন চীনা প্রেসিডেন্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সূত্রগুলো দাবি করেছে শি জিনপিং ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে একটি বহুদলীয় শান্তি আলোচনার আয়োজন করতে পারেন। তার আগে পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ পর্যায়ের এ বৈঠক করতে চান তিনি।

কৃতজ্ঞতায়: বাংলাদেশ প্রতিদিন, কালের কণ্ঠ, প্রথম আলো

সাবলেট রুম ভাড়া দেওয়া হবে

২য় তলায় দুই রুমের জন্য ছোট পরিবার কর্মজীবি ছাত্রী/মহিলা (খ্রিস্টান)

ঠিকানা: ৭৮/এ, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

যোগাযোগ:

01775-508619

01857-138293

বিজ্ঞ/৬৫/২৩

সিদ্ধান্ত

সাগর জে তপ্ন

বাবা-মায়ের আদরের ছেলে অপূর্ব। আদর করে সবাই ডাকে অপু। অঢেল টাকার মালিক সুমন বিয়ে করেছে রিশাকে। বিয়ের পরই তাদের পরিবার কি করে সাজানো যায়, কত আয়, কত ব্যয় হবে সন্তানকে মানুষ করতে, কোথায়, কোন স্কুলে পড়াবে এমনকি বড় হয়ে সন্তান কি হবে ইত্যাদি পরিকল্পনা করতেই তারা দিশাহারা। বিয়ের প্রায় দশ বছর পরে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা। তাও আবার একটি সন্তানই নিবে বলে একে অপরের কাছে শপথও করে। হলোও তাই। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে সন্তান হল তাদের। অনেক মানুষকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় নাম রাখার অনুষ্ঠানে। সুন্দর চেহারার কারণে ছেলের নাম রাখলো অপূর্ব। নামটা আসলেই তার জন্য মানায়। সবার আদরে আদরে অপূর্ব বড় হতে লাগলো। নামি-দামী স্কুলে তাকে ভর্তি করা হলো। ছাত্র হিসেবে অনেক ভাল অপূর্ব। স্কুলের সবাই অপূর্বকে ভালবাসে। বাবা-মার আদর্শে বেশ ভালভাবেই বড় হতে লাগলো। বাবা প্রত্যেকদিন অপূর্বকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তার অফিসে যায়। টিফিনের সময় মা তার জন্য খাওয়া নিয়ে আসে। অপূর্বও তার ভাগের খাবার অন্যদের সাথে ভাগ করে খায়। শুধু অপূর্ব'র মা'ই আসে না স্কুলের সব ছেলে-মেয়েদের মা'রাই আসে টিফিন নিয়ে। অন্যদের মায়েরা টিফিন আনার সময় তাদের অন্য সন্তানদেরও নিয়ে আসে। অপূর্ব তার সহপাঠিদের জিজ্ঞাসা করে তাদের মায়েদের সাথে আসে তারা কে। সহপাঠিরা বলে ও হচ্ছে আমার ছোট বোন, কেউ বলে ও হচ্ছে আমার ছোট ভাই। কেউ কেউ বলে আমার ছোট বোনটা না খুবই দুষ্টু। আমার জন্য রাখা খাবারও খেয়ে শেষ করে দেয়। আবার কেউ বলে, আমার ছোট বোন অনেক ভাল। আমাকে ছাড়া কোন খাবার খেতে চায় না। অপূর্ব তাদের কথা শুনে ভাবে সবার ছোট বোন, ভাই আসে। তার কেন আসে না। সেও মায়ের কাছে বায়না ধরে বলে, মা আমার জন্যও ছোট বোন নিয়ে আসো। যার সাথে আমিও অন্যদের মতো আমার খাবার ভাগ করে খাব। অপূর্ব'র কথাটা প্রথম দিকে তার মা রিশা তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু অপূর্ব'র জন্য টিফিন নিয়ে আসলেই অপূর্ব এই বায়না ধরে। অপূর্ব বলে, মা কালকে কিন্তু আমার ছোট বোনকে নিয়ে আসবে। রিশা ছেলেকে বোঝাতে পারে না যে তার জন্য ছোট বোন চাইলেই নিয়ে আসা যায় না। তাই একদিন রিশা স্বামীকে কথাটা বলেই ফেলে। সুমন রিশা'র কথা শুনে বলে ও ঠিক হয়ে যাবে। ছোট মানুষ তাই না বুঝে এমন করছে। একটু বড় হলে আর এ কথা বলবে না। অপূর্ব কিন্তু প্রতিদিন এই একই বায়না ধরে, মা ছোট বোনকে নিয়ে আসো। ধীরে ধীরে অপূর্ব'র এই বায়নাটা তার বিকারগ্রস্ততার দিকে এগুতো লাগলো। অন্যদিনের চেয়ে আজ অপূর্ব'র জ্বরটা একটু বেশী মনে হচ্ছে। ছেলের এই অবস্থার কারণে তার বাবা বেশ কয়েকদিন ধরেই অফিসে যাচ্ছে না। যার জন্য এতো পরিশ্রম সেই যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে এতো পরিশ্রম কিসের! নামী-দামী চিকিৎসক এসে অপূর্ব'কে চিকিৎসা করে গেল। কিন্তু অপূর্ব'র জ্বরটা আর সারে না। জ্বরের মাত্রাটা দিন দিন যেন বেড়েই চলছে। জ্বরের মুখে অপূর্ব কেবল বলতে থাকে 'মা, আমার ছোট বোনকে নিয়ে আসো' 'মা আমার ছোট বোনকে নিয়ে আসো'। চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করে রিশাকে কেন তারা আর কোন সন্তান নেয়, বা নিচ্ছে না। অনেকক্ষণ চুপ থেকে রিশা হতাশার স্বরে বলে, তারা একটি সন্তানের পর আর কোন সন্তান নিবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই আর যেন কোন সন্তান না হয় তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে। সে আর কোন দিনও মা হতে পারবে না। কথাটা বলেই রিশা সুমনের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। চিকিৎসক হতাশার সুরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনারা, ভুল সিদ্ধান্ত। আপনাদের ছেলের এই অসুখ কেউ সারাতে পারবে না। যদি আপনাদের একটি মেয়ে সন্তান থাকতো তবে অপূর্ব'র এই অবস্থা হতো না। আপনাদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য অপূর্ব'র আজ এই অবস্থা।

নীতি-শিক্ষা: সন্তান হল ঈশ্বরের দান ও আশীর্বাদ। আমরা যেন ঈশ্বরের দান ও আশীর্বাদে বাধা সৃষ্টি না করি॥

রিমঝিম ফিলোমিনা গমেজ
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল এন্ড কলেজ
৭ম শ্রেণী

পথভ্রষ্ট

ব্রাদার জয় আন্তনী রোজারিও সিএসসি

পিতা–মাতার ভালবাসা স্বার্থহীন
যেখানে কোন চাহিদা বা বিনিময় নেই
হোক না চাষা-ভূষা,
তারা বুঝে সন্তানের মনের ভাষা।
পিতা-মাতার রক্তঝরা ঘাম
আমাদের দিচ্ছে সম্মান
তাই নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত
কেন করি তাদের অপমান?
ধিক্ ধিক্, যে জাগতিক মোহে
ভুলে গেছে ঠিক-বেঠিক
এখনই সময় নিজেকে প্রশ্ন করার
আমিও কী সে পথের পথিক?

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের আরো অধিকতর নেতৃত্বস্থানে আসতে পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান

'খ্রিস্টভক্তদের সহ-দায়িত্ব'- শিরোনামে ভাতিকানের খ্রিস্টভক্ত, পরিবার ও জীবন বিষয়ক দপ্তর আয়োজিত সমাবেশে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস অংশগ্রহণকারীদের বলেন, মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের করুণাময় প্রেমকে কার্যকরীভাবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে যাজক ও খ্রিস্টভক্তদেরকে একতার উপর জোর দিতে হবে; বিচ্ছিন্নতার উপর নয়। ঈশ্বর মণ্ডলীকে যে পথটি দেখাচ্ছেন তা হলো জীবনময় মিলন এবং আরো দৃঢ় ও নিবিড়ভাবে একসাথে চলার পথ। তিনি স্বাধীনভাবে একাকী কাজ করার উপায়গুলোকে জয় করারও আহ্বান রাখেন। উপরোক্ত কথাগুলো পোপ ফ্রান্সিস গত শনিবার খ্রিস্টভক্ত বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের ২০০ জন প্রেসিডেন্ট ও প্রতিনিধিদের কাছে ব্যক্ত করেন, যারা এ সপ্তাহে ভাতিকানে মিলিত হয়েছেন কিভাবে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্তদের মাঝে সহযোগিতা উন্নত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে।

দেহরূপ মণ্ডলী প্রেরণকাজে দায়িত্ব সহভাগিতায়: পোপ মহোদয় তাঁর বক্তব্যে সহযাত্রিকতার প্রেরণধর্মী ধারার উপর জোর দেন, যেখানে মণ্ডলীর সকল দীক্ষিত ব্যক্তি এক দেহ ও ঈশ্বরের লোক বলে এক খ্রিস্টবিশ্বাসে সংযুক্ত হয়ে, যিশুর শিষ্যদের মতোই দায়িত্বেরও সহভাগী। তিনি আরো বলেন, প্রেরণকর্মে সহভাগিতা যাজক ও খ্রিস্টভক্তদের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে, উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে মিলন সৃষ্টি করে, বিভিন্ন অনুগ্রহদানের পরিপূরকতা প্রকাশ করে এবং ফলশ্রুতিতে সকলের মধ্যে একসাথে পথচলার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে।

প্রেরণধর্মী মণ্ডলী: খ্রিস্টভক্তদের গঠনের কেন্দ্রে থাকবে প্রেরণধর্মী ভাবধারা, যা স্কলাসটিক শিক্ষার মতো তাত্ত্বিক ধারণার হবে না; কেননা তা মতাদর্শের দিকে চালিত করে। কিন্তু হতে হবে ব্যবহারিক, যা বিশ্বাসীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সাক্ষ্যদানের সাথে জড়িত করে পরস্পরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। খ্রিস্টভক্তের প্রেরণকর্ম হলো সর্বোপরি সাক্ষ্যদান করা। নিজের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য, প্রার্থনার সাক্ষ্য, দরিদ্র ও একাকী লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য, গ্রহণের সাক্ষ্য বিশেষভাবে পরিবারের পক্ষ থেকে। তাই আমরা প্রেরণে গঠিত হয়েছি অন্যের দিকে ধাবিত হবার জন্য। এই গঠন বিশেষ ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ এবং একই সাথে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির একটি কার্যকর উপায়। মণ্ডলীর জন্য একটি ট্রাজেডি হলো, যিশু ভেতরে থেকে আজ কড়া নাড়ছেন যাতে আমরা তাঁকে বাইরে যেতে দেই।

ঈশ্বরের একজন জনগণ: পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদেরকে মূল্যদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন, এটি ধর্মতাত্ত্বিক

অভিনবত্ব বা যাজকের অভাবের জন্য একটি কার্যকরী সমাধানের ফল নয়, বা অতীতে যাদেরকে একপাশে রাখা হয়েছিল তাদের কোন প্রতিশোধও নয়। বরং তা মণ্ডলীর একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। কেননা মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের জনগণ যেখানে অভিষিক্ত সেবাকারীদের সাথে খ্রিস্টভক্তগণও পূর্ণ সদস্য।

খ্রিস্টভক্তগণ জগতে বাস করেন এবং ঈশ্বরের জনগণের অংশ: পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন যে, মণ্ডলী অর্থাৎ ঈশ্বরের এক জনগণ তা মৌলিকভাবে খ্রিস্টে অন্তর্গত একক কোন সুনির্দিষ্ট মর্যাদা নয়। মণ্ডলীর এই একক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে আমরা সর্বপ্রথমে খ্রিস্টান সেখানে খ্রিস্টভক্তরা জগতে বাস করেন এবং একইসাথে ঈশ্বরের জনগণের অংশ। খ্রিস্টভক্তরা মূলত জাগতিক বিভিন্ন বাস্তবতায় নিমজ্জিত এবং সেই বাস্তবতাতেই তাদের প্রেরণকর্ম করতে হয়। এটি কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, মাণ্ডলিক জীবনে অবদান রাখার দক্ষতা, বিশেষ অনুগ্রহ ও যোগ্যতা তাদের রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- উপাসনা সহযোগিতায়, ধর্মশিক্ষা দান, গঠনে, সরকারী কাঠামো এবং মণ্ডলীর জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি পরিচালন কাজে সাহায্য করে। এই কারণেই যাজকদেরকে তাদের গঠন জীবনে সেমিনারী সময় থেকেই খ্রিস্টভক্তদের দৈনন্দিন এবং সাধারণ সহযোগিতা প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

যাজকবাদকে 'না': পোপ মহোদয় তাঁর বক্তব্য শেষ করেন মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের বিশেষ করে নারীদের ভূমিকা ও গুরুত্বকে আরো বৃদ্ধি করার জোর দাবি জানিয়ে। যাদেরকে মণ্ডলীর পালকীয় যত্নের ও সেবাকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এবং তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যদিয়ে তা প্রকাশ করা যেতে পারে। খ্রিস্টভক্ত ও যাজকদের মধ্যকার এই সহ-দায়িত্ব তাদের মধ্যকার দ্বিধা, ভয় ও পারস্পরিক অনাস্থা দূর করতে সহায়তা করবে। যাজকবাদকে (Clericalism) অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। একজন যাজক ও বিশপ যে এই মনোভাবের মধ্যে সে মণ্ডলীর অনেক ক্ষতি করে।

পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনামলের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনার উদ্যোগ

পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনামলের ১০ম বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে ডিজিটাল সিনড অনলাইন প্রার্থনার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ১৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের ১০ম বার্ষিকী। এই মাইলফলকটিকে দৃষ্টিগোচর করতে ডিজিটাল সিনড একটি বিশেষ অনলাইন ম্যাপ প্রকাশ করেছে যাতে করে ভার্চুয়াল আলোকিত মোমবাতিগুলি তার জন্য বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসীদের প্রার্থনার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনাই পুণ্যপিতার জন্য আমাদের সর্বোত্তম উপহার। যে কেউ এই উদ্যোগে অংশ নিতে চায় তারা ওয়েবসাইটে একটি আমন্ত্রণ পাবে একবার বা তারও অধিক প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটি করবার। শেষে আমরা পুণ্যপিতাকে ছোট মোমবাতিসহ মানচিত্রটি পাঠাবো যা তার জন্য প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা করার প্রতিনিধিত্ব করবে।

সাহায্যের জন্য আবেদন

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর জেলাধীন কালীগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর হাড়িখোলা গ্রামের মি. পিন্টু কোড়াইয়া বয়স ৫০ বছর গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ গুরুতর অসুস্থ হলে আগারগাঁও সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন পিন্টু ব্রেনস্টোক এ আক্রান্ত। পরবর্তীতে আরও পরীক্ষা করা হলে ডায়বেটিস, কিডনি সমস্যা, প্রসাব, রক্ত ও লাঙ্স ইনফেকশন ধরা পড়লে জরুরী ভিত্তিতে উনাকে ভর্তি ও উন্নত চিকিৎসার সুপারিশ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। পিন্টু বর্তমানে পরিবারের কাছে আছেন এবং আমাদের সাথে সুন্দর এই পৃথিবীতে আরও কিছুদিন সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকতে নিরন্তর লড়াই করেছেন। পিন্টুর পরিবারে উপার্জনশীল সদস্য বলতে তিনি একাই ছিলেন। সু-চিকিৎসার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা ব্যবস্থা করা তার পরিবারের পক্ষে একদমই অসম্ভব। এমতাবস্থায় দেশে ও বিদেশে যে যেখানেই অবস্থান করছেন সকলের কাছে করজোড় অনুরোধ, আসুন আমরা যে যার অবস্থান থেকে আমাদের এই ভাইয়ের জীবন রক্ষায় সাধ্যমত এগিয়ে আসি ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করি।

বিনীত নিবেদন

পিপ্রাশৈর, হাড়িখোলা ও বোয়ালী এলাকাবাসী

অনুদান পাঠাতে বিকাশ করুন: 01755933557 (ব্যক্তিগত)

যে কোন তথ্য ও জরুরী যোগাযোগ: স্বপন রোজারিও (নাম্বার: 01716557759

ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে আত্মিক উদ্দীপনা সভা

যোসেফ রুবেন দেউরী মিলনধর্মী মণ্ডলীতে এক সাথে পথ চলার আনন্দ এই মূলভাবের আলোকে বিগত ২-৫ ফেব্রুয়ারি ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীর গির্জা প্রাঙ্গনে ১ম বারের মতো আত্মিক উদ্দীপনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেব্রুয়ারি ২ তারিখে বিকাল ৫ টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে আত্মিক উদ্দীপনা সভা আরম্ভ হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন, ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ। এছাড়া তিনি সভার উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর গান, প্রার্থনা ও মানতদানের জন্য এই তিন দিনের সভা বাংলাদেশ সেবক সমিতির প্রচার সম্পাদক সুবাস বাড়ৈ-কে পবিত্র বাইবেল হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর আগত সকল সেবকদের, ফাদারদের, সিস্টারদের ও বিভিন্ন মণ্ডলীর পাষ্টর-পালকদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে ভিন্ন ভিন্ন ফাদারগণ খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন।

মিলন সমাজ গঠনে যুবাদের দায়িত্ব এই বিষয়ে বাণীর আলোকে সহভাগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ। আত্মিক উদ্দীপনা সভা ও তার আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে সহভাগিতা করেন গৌরনদী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ। এই সভাটি কেন করা হচ্ছে? এর নামকরনের ব্যাখ্যা ও এর মাধ্যমে বাণী চর্চার অনুশীলনের গভীরতা কতটুকু তা প্রকাশ করেন।

মণ্ডলীতে পবিত্র পরিবার গঠনে আমাদের দায়িত্ব এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার বাবলু সরকার, পাল-পুরোহিত, শিমুলিয়া কাথলিক ধর্মপল্লী। নাজারাথের পুণ্য পরিবারের কথা উল্লেখ করেন।

কাথলিক মণ্ডলী হলো মাতা মণ্ডলী ও রোজারিমালার গুরুত্ব এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি। মা মারীয়ার জীবন আর্দশ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্মতি, খ্রিস্টকে লালন-পালন, আশ্চর্য্যকাজে অনুপ্রেরণাদান, কষ্টভোগী মা মারীয়া, শিষ্যদের সাহস জোগানো, মঙ্গলসমাচার প্রচার করেন এই বিষয়ে তিনি সহভাগিতায় করেন। জীবন আহ্বান বৃদ্ধিতে খ্রিস্টযাগের গুরুত্ব এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি পবিত্র বাণীর আলোকে জীবন গঠন এই বিষয়ের উপর বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ভিকার জেনারেল, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস।

আত্মিক উদ্দীপনা সভার মুলসুর: মিলনধর্মী মণ্ডলীতে এক সাথে পথ চলার আনন্দ এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বিশপ, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। মণ্ডলী কারা? মিলন ধর্মী মণ্ডলী কি? এক সাথে কিভাবে পথ চলা যায়? এবং এক সাথে পথ চললে কেন আনন্দ থাকে এ বিষয়গুলো বাণীর আলোকে সহভাগিতা করেন। জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে ছোট ছোট গল্প সহভাগিতা করেন। আদি মণ্ডলীর একতার জীবন উল্লেখ করেন। এরপর বিশপ মহোদয় ধর্মপল্লীর ৭২ জন মায়েদের, মারীয়া সংঘের শাড়ী আশীর্বাদ করে বিতরণ করেন।

শনিবার সন্ধ্যায় পবিত্র আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের কপালে নিরাময়ের বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে পবিত্র তৈল লেপন করা হয়। ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে, ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সিগনিস প্রোজেক্টের মাধ্যমে বরিশাল ডাইওসিসে গঠিত সান্তা ক্রুজ পদাবলী কীর্ত্তণ দলের পালাগান উপস্থাপিত হয়। প্রথম দিন আব্রাহামের জীবনী থেকে ইসহাকের বলি অংশ এবং ২য় দিন কষ্টভোগী মা মারীয়া এই অংশটি উপস্থাপিত হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার সভার সমাপনী খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। পাল-পুরোহিত, বিশপসহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশপ, ভিকার জেনারেল, ফাদারগণ, সেমিনারীয়ান, সিস্টারগণ, সেন্ট মেরীস্ হোমের মেয়েরা, কাথলিক ও অন্যান্য মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্ত এবং অন্য ধর্মালম্বীসহ প্রতিদিন গড়ে ৪০০ জন উপস্থিত ছিলাম॥

ধর্মপ্রদেশের কাটেখ্রিস্ট মাস্টার এবং সিস্টারদের তপস্যাকালীন নির্জন ধ্যান

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার গত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে ধর্মপ্রদেশের কাটেখ্রিস্ট সিস্টার, পুরুষ ও মহিলা কাটেখ্রিস্টদের নিয়ে তপস্যাকালীন নির্জন ধ্যানের ব্যবস্থা করেন ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল বিষয়ক কমিশন। এতে ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। নির্জন ধ্যানটি পরিচালনা করেন ফাদার শ্যামল গমেজ। তিনি শুরুতেই নিবেদিত জীবন এবং প্রেরণ কাজ কী? এ বিষয়ে আমাদের করণীয় দিকসমূহ কেমন হবে তারই দিক নির্দেশন দেন। তিনি তার অনুধ্যানে মূলত: নিবেদিত জীবনে প্রেরণ কাজের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই, তিনি উদাহরণ স্বরূপ ৭২ ও ১২ জন প্রেরিতদূতের প্রেরণ কাজ ও বাণী প্রচারের ফলে কি কি ঘটেছে তারই চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেন এবং যিশু যে আমাদেরকে বাণী প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেছেন। সে

এস.এফ.এক্স. গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী

'পুরনো ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আগামীর সম্ভাবনাকে রূপদান' মূলসুরে ঢাকার মোহাম্মদপুরে ২৪ আসাদ এভিনিউতে অবস্থিত স্বনামধন্য এস.এফ.এক্স গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হলো গত ৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। স্কুলের সিষ্টারস্, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, অ্যালুমনাই ও দেশী-বিদেশি অতিথিদের নিয়ে আনন্দের আমেজে উৎসবমুখরতায় তিন দিনব্যাপী এই উৎসব পালিত হয়।

সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণা ও অনুমতিক্রমে স্কুলটির নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর নিকট তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জে. এন. দীক্ষিত দেশী-বিদেশী কূটনীতিবিদদের সন্তানদের জন্যে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার অনুরোধ রাখেন। এস.এফ.এক্স গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজী মাধ্যম স্কুল এখনো গৌরবের সাথে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে আর.এন.ডি.এম সিস্টারদের দক্ষ পরিচালনায়। প্রতি বছর ইংরেজী মাধ্যম এই বিদ্যালয়ের 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেলের শিক্ষার্থীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে কেম্ব্রীজ কারিকুলামে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার মাধ্যমে। আর.এন.ডি.এম মিশনারি সিস্টারদের- ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার লক্ষীবাজারে অবস্থিত (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কেম্ব্রিজ অনুমোদিত) সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল এর বর্ধিত সংস্করণ হিসেবে গড়ে ওঠে আজকের এই এস.এফ.এক্স গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।

পঞ্চাশ বছরের পূর্তিকে ঘিরে তিন দিনের জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটি সেজে উঠেছিল এক বর্ণিল সাজে। প্রথম দিনে বিকেল ৪টায় প্রভু বন্দনা নাচের মাধ্যমে শুরু হয় জুবিলী অনুষ্ঠান। জাতীয়, স্কুল, জুবিলী সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলন, ৫০ টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, স্বাগত সঙ্গীতের সঙ্গে ফুল দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুলের অধ্যক্ষ সিস্টার ভার্জিনিয়া আশা গমেজ আর.এন.ডি.এম। প্রধান অতিথি হিসেবে আর.এন.ডি.এম সিস্টারদের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার জোসেফিন কেইন আর.এন.ডি.এম. এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই ও সিস্টার পূরবী পাস্কালিনা চিরান আর.এন.ডি.এম. প্রভিন্সিয়াল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, আর.এন.ডি.এম. সংঘের সংঘ প্রধানের সহকারীবৃন্দ রোম থেকে আগত সিস্টার লিসি সেবাস্টিয়ান, সিস্টার জয়সি মাদাসেরি, সিস্টার লুসি উয়ামবুই, সিস্টার মার্গ্রেট মং, আর.এন.ডি.এম. সিষ্টারগণ এবং ফাদার, সিষ্টার, ব্রাদারগণ। বিদ্যালয়ে ২৫ থেকে ৪২ বছর পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করার জন্য সিষ্টার, শিক্ষকদের ক্রেস্ট (স্মারকলিপি) দিয়ে সম্মান জানানো হয়। জুবিলী স্মৃতি হিসেবে একটি পলাশ ফুলের গাছ রোপন করা হয়, জুবিলী ম্যাগাজিন, ম্যুরাল এবং সিস্টার ভার্জিনিয়া আশা গমেজ আর.এন.ডি.এম. এর গবেষণালব্ধ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে সকাল ৮টায় সমাবেশ, প্রার্থনায় দিনের শুরুর পর শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুমে টিফিন দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালী। মোটর সাইকেল, বাই সাইকেল, ব্যানার, ফেস্টুন, ছোট ছোট জাতীয় পতাকা, স্কুল ও জুবিলী পতাকা, পমপমসহ সাজানো ডাবল ডেকার ছাদখোলা বাস ও পিকাপ ভ্যান এই আনন্দ র‍্যালীকে আরো আকর্ষণীয় করেছেছ। শ্লোগানে শ্লোগানে

মুখরিত ছিল স্কুল থেকে সংসদভবন পর্যন্ত এলাকা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর এ র‍্যালীতে বাঙালী কৃষ্টি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিক্ষার্থীরা নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাকে, জুবিলী টি-শার্ট-টুপি পরে অংশগ্রহণ করে। এই দিনের বিকেলের অনুষ্ঠান ছিল অ্যালুমনাই ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনোৎসব। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয়, স্কুল, জুবিলী সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলন, ৫০টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মৃত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অ্যালুমনাইদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও স্মৃতিচারণ করেন তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং আইরিশ জোবেইদা খান, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার সংস্থার ৭ম মহাসচিবসহ আরো অনেকেই। প্রধান অতিথি হিসেবে আর.এন.ডি.এম. সিস্টারদের সুপিরীয়র জেনারেল সিস্টার জোসেফিন কেইন আর.এন.ডি.এম. ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সিষ্টার পূরবী পাল্কালিনা চিরান আর.এন.ডি.এম. প্রভিন্সিয়াল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সুবর্ণজয়ন্তীর তৃতীয় দিন সকালে জাতীয়, স্কুল, জুবিলী সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলন, ৫০টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, স্বাগত সঙ্গীতের সঙ্গে ফুল দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় সিস্টার ভার্জিনিয়া আশা গমেজ, আর.এন.ডি.এম.। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথমে কেজি শাখা তারপর প্রাথমিক শাখা, মধ্যাহ্ন বিরতির পর মাধ্যমিক ও কলেজ শাখার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চলেছে সারাদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর মাঝেই বক্তব্য রেখেছেন অভিভাবক প্রতিনিধি মিসেস নিও নিও খাইন, ছাত্র প্রতিনিধি অনুশ্রী চক্রবর্তী ও প্রজ্ঞা অবন্তী নাগ, শিক্ষক প্রতিনিধি মিঃ সাবির হোসেইন ও মিঃ জন পল গমেজ। সন্ধ্যায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এম.পি, প্রধান অতিথি হিসেবে সময় স্বল্পতার কারণে জুম এর মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ও সুবর্ণজয়ন্তীর শুভেচ্ছা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আর.এন.ডি.এম. সিস্টারদের সুপিরীয়র জেনারেল সিস্টার জোসেফিন কেইন আর.এন.ডি.এম ও সিষ্টার পূরবী পাল্কালিনা চিরান আর.এন.ডি.এম. প্রভিন্সিয়াল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষে ছিল স্কুলের প্রিন্সিপাল, সেকশন ইনচার্জগণ, শিক্ষকবৃন্দ(কেজি-এ লেভেল) ও অফিসারদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা এবং সবার আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র।

তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ১৯৭২ থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এস.এফ.এক্স গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইতিহাস ও শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক কৃতিত্ব, মানসিক, শারিরীক, নৈতিক মূল্যবোধ, সহশিক্ষা কার্যক্রম-স্কাউট, বিতর্ক, খেলাধুলা ও বিভিন্ন ক্লাবের কার্যক্রমের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও অতিথিগণ তাদের অনুভূতি 'অতিথি বই' এ লিপিবদ্ধ করেন।'

May God bless Greenherald, Greenherald be blessed'.

তথ্য গ্রহণায়: সিস্টার জ্যাকলিন লুইজা গমেজ আর.এন.ডি.এম. ও শিক্ষক প্রমিলা কোড়াইয়া

কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, যিশু বর্তমানেও তার প্রেরণ কাজ আমাদের মধ্য দিয়ে করে যাচ্ছেন। তাই, এখনো পর্যন্ত যারা খ্রিস্টকে চিনে নি বা জানে নি কিংবা খ্রিস্টের জন্য তৃষ্ণার্ত তাদের কাছে আমাদেরকে মঙ্গলবার্তা বহন করে নিয়ে যেতে হবে। পরে তিনি ক্ষমা'র বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ক্ষমা হলো ভালোবাসার সর্বশেষ হৃদয়। ক্ষমা হলো ঐশ উপহার, আমাদের সব সময় একে অপরকে ক্ষমা করতে হবে। ক্ষমা দানের মাধ্যমেই জীবনে আমরা লাভ করি স্বস্তি ও আরাম। ক্ষমা মানে অন্যের দোষ-ত্রুটি ভুলে যাওয়া। তাই আসুন, আমরা ক্ষমার মানুষ হই। ক্ষমার মাধ্যমে যিশুর ভালোবাসা এ জগতবাসীর কাছে মূর্ত করে তুলি। যেন যিশুর ভালোবাসায় এ জগৎ ক্ষমা লাভের মধ্যদিয়ে অন্তরাত্মায় নবীকৃত হতে পারে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও পাপস্বীকারের মাধ্যমে ২দিনের নির্জন ধ্যান সমাপ্ত করা হয়॥

ভার্জিনিয়ায় ডিসি বইমেলা ২০২৩ এর সূচনা অনুষ্ঠান

সুবীর কাস্মীর পেরেরা ▯ গত ১২ ফেব্রুয়ারি ভার্জিনিয়ার একটি হলরুমে ঘোষণা করা হলো ডিসি বইমেলা ২০২৩। সূচনা অনুষ্ঠানে মেট্রো ওয়াশিংটন এলাকার লেখক-সাংবাদিক-পাঠক-সংস্কৃতিকর্মী প্রকাশনী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ আয়োজিত ডিসি বইমেলার প্রধান সমন্বয়ক স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচি ভিডি ও স্লাইডশো'র মাধ্যমে বিগত তিনটি বইমেলার পথচলার অভিজ্ঞতার সহভাগিতা করেন। এছাড়া ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য বইমেলা নিয়ে আয়োজকদের মূলভাবনা উপস্থাপন করেন ২০১৯ এর বইমেলার প্রধান সমন্বয়ক সামিনা আমিন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য বইমেলার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. নজরুল ইসলাম। ডিসি বইমেলা কিভাবে সফল করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেন তিনি। ডিসি বইমেলার আহ্বায়ক দস্তগীর জাহাঙ্গীর তুঘরিল জানান, এখানে বইমেলার ভেনু নির্ধারণও তা নিশ্চিত করা কিছুটা কঠিন। ফলে ভেনু চূড়ান্ত হলেই আমরা চূড় ান্ত তারিখ ঘোষণা করতে পারবো। সূচনা অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক আয়োজনে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক গান, কবিতা ও নজরুলের জীবন নিয়ে আলাপ ও নজরুল গীতি। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন, ড. প্যাট্রিসিয়া শুক্লা গোমেজ, ক্লেমেন্ট স্বপন গোমেজ, জেনিথ এশা সামাদ্দার। তবলা সঙ্গত দেন ড. পল ফাবিয়ান গোমেজ। শেষাংশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের গল্প ও গানের আসরে অংশ নেন সাংবাদিক ও লেখক আশীফ এন্তাজ রবি ও সঙ্গীত শিল্পী দিনার মনি। সূচনা অনুষ্ঠানে ডিসি বইমেলার প্রধান উপদেষ্টা রোকেয়া হায়দার এবং অতিথিদের পক্ষ থেকে নৃত্য শিল্পী লায়লা হাসান, ডুয়াফির প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাইয়ুম খান, সামাজিক মাধ্যমের বিশেষ ব্যক্তিত্ব কবিতা দেলোয়ার, বিশিষ্ট লেখক ড. আশরাফ আহমেদ, মাহতাব আহমেদ, কাজী জামান, হিরণ চৌধুরী সহ আরও অনেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন॥

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার

ফ্লোরেন্স গমেজ ▯ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার (বিশ্বব্যাপী বিবাহ সাক্ষাৎ) বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল বোর্ড সদস্য/ সদস্যাগণ গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আসাদ গেট সেন্ট খ্রিস্টীনা গির্জায় বিকালের পবিত্র খ্রিস্টযাগের পূর্বে সকল দম্পতি ও খ্রিস্টভক্তদের লাল গোলাপ ও ভালবাসার কার্ড উপহার দিয়ে বিশ্ব বিবাহ দিবস উদ্‌যাপন করেন। এ বছরের বিশ্ববিবাহ দিবসের মূলভাব ছিল, 'ভালবাসো, যেমন আমি তোমাদের ভালবেসেছি'। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। তিনি তার উপদেশে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব সুন্দরভাবে তুলে ধরেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশের ১০০% (হস্তশিল্পজাত পণ্য) রপ্তানীমুখী অলাভজনক ট্রাষ্টকোর-দি জুট ওয়ার্কস্ পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিগত ৫০ বছর যাবৎ কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত পদে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন আগ্রহী মহিলা/পুরুষ প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে:

নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বয়সসীমা	বেতন
০১	জুনিয়র অফিসার (শিপিং)	০১	এম.বি.এ/অনার্স (যে কোন বিভাগে, তবে মার্কেটিং, এ্যাকাউন্টস অগ্রাধিকার দেয়া হবে)	০৪ বছর	৩০-৪৫	৪০,০০০/-
০২	জুনিয়র অফিসার (উন্নয়ন ও তথ্য)	০১	মাষ্টারস (সোসাল সাইন্স/ ওয়েলফেয়ার/ ইংলিশ/ ইকোনমিক্স)	০৩ বছর	৩০-৪০	৩৫,০০০/-
০৩	সুপারভাইজর (উন্নয়ন ও তথ্য)	০১	অনার্স/ডিগ্রী (যে কোন বিভাগে)	০২ বছর	২৫-৩৫	২৫,০০০/-
০৪	সুপারভাইজর (প্রকিউমেন্ট ও এডমিন.)	০১	অনার্স/ডিগ্রী (যে কোন বিভাগে)	০২ বছর	২৫-৩৫	২৫,০০০/-
০৫	সুপারভাইজর (মার্কেটিং)	০১	অনার্স/ডিগ্রী (মার্কেটিং বিভাগে)	০২ বছর	২৫-৩৫	২৫,০০০/-
০৬	সুপারভাইজর (কষ্টিং)	০১	অনার্স/ডিগ্রী (এ্যাকাউন্টস বিভাগে)	০২ বছর	২৫-৩৫	২৫,০০০/-
০৭	সুপারভাইজর (সিল্ক ইউনিট)	০১	অনার্স/ডিগ্রী (যে কোন বিভাগে)	০২ বছর	২৫-৩৫	২৫,০০০/-
০৮	কেয়ারটেকার কাম ইলেকট্রিশিয়ান	০১	এস.এস.সি (পাস)-ইলেকট্রিকে ট্রেড কোর্স সম্পন্ন	০২ বছর	২৫-৩০	১৫,০০০/-

শর্তাবলী:

- ০২-নং পদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিলযোগ্য।
- ০৪-নং পদের ক্ষেত্রে মটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে এবং বৈধ লাইসেন্সধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- ০৭-নং পদের ক্ষেত্রে কর্মস্থল হবে প্রতিষ্ঠানের জলছত্র ফ্যাক্টরী, মধুপুর, টাঙ্গাইল। কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে হবে।
- ০৮-নং পদের ক্ষেত্রে কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে হবে। তবে কর্মস্থল হতে খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করা হবে।
- ১-৭ নং পদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।
  ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশ, প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
- প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র বাছাইকৃত্র প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় পরীক্ষায় (লিখিত ও মৌখিক) অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।
- উপরোক্ত সকল পদের জন্য ০৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকালীন সময়ের পর পরবর্তীতে সংস্থার চাকুরী-বিধি অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।
- আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১১ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হালনাগাদ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত ও দুজন রেফারেন্স উল্লেখ-পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর লিখিত আবেদন পত্র জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার অনুলিপি এবং অন্যান্য সনদের অনুলিপি(মোবাইল নম্বর সহ) সংযুক্ত করতে হবে।
- **ঠিকানা: পরিচালক, কোর-দি জুট ওয়ার্কস্, হাউজ-২৭, রোড-১১৯, গুলশান, ঢাকা-১২১২।**
- আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানের সকল অনুমোদিত পলিসি অনুসরণের এবং জেন্ডার ও সেফগার্ডিং পলিসি প্রতিপালনের মনোভাব অবশ্যই থাকতে হবে।
- অধিক অভিজ্ঞ এবং যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সকল পদের জন্য মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
  এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন বা স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞ/৬৬/১৩

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই" - রবী ঠাকুর

শিপ্রা প্যারিস (আমাদের সকলের শিপু)

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত শিপ্রা প্যারিস
জন্ম: ২৭ মার্চ, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে একটি দু'টি দিন পেরিয়ে সপ্তাহ-মাস-বছর ঘুরে আমাদের জীবনে ফিরে এলো সেই অসহনীয় বেদনার, অপূরণীয় ক্ষতির ও অবর্ণনীয় কষ্টের সেই দিনটি ২২ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি চিরতরে আমাদের দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেছ, স্থান করে নিয়েছ আমাদের নয়নের মাঝখানে, হৃদয়ের মণিকোঠায়! তোমাকে আমরা আর ছুঁতে পারি না, তবে দেখতে পাই সবখানে হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে। কত কথা বলি তোমার সাথে আমরা, তুমি শুনতে পাও জানি, সাড়া তো দাও না আর। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শুরুটা তো ভালই ছিল আমাদের সবার। একসাথে সবাই মিলে নববর্ষ উদ্‌যাপনও করেছিলাম। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল? কোন কিছু বোঝার আগেই তোমার উচ্ছল, কর্মচঞ্চল, দেহটি নিথর হয়ে গেল, প্রায় এক মাস পড়ে রইলে হাসপাতালের শয্যায় আর ধীরে ধীরে নিভে গেল তোমার জীবন প্রদীপ। নিমিষেই বিদায় নিল আমাদের সবার হাসি ও আনন্দ। কারণ তুমিইতো ছিলে আমাদের সব উৎসব ও আনন্দের উদ্যোক্তা। সব চলছে। পর্বোৎসব, জন্মদিন, বার্ষিকী ... নেই শুধু সেই আনন্দ মুখর পরিবেশ। চারিদিকে একটা গভীর শূণ্যতা, তুমি না থাকার শূণ্যতা! এ শূণ্যতা পূরণ হবার নয় কোন কিছুতেই।

তোমার অসুস্থতার সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং এর পরেও তোমার প্রতি সবার ভালবাসা কত বিস্তৃত ছিল তা আমরা অনুধাবন করেছি। সমাজ ও মণ্ডলীর গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ, তোমার সহযোগী, সহকর্মী ও প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রদের স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে মণ্ডলী ও সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্ম-কাণ্ডে তোমার অতুলীয় ভালবাসা, পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার, সাহসীকতা ও অপরিসীম অবদানের কথা। নৃত্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, সদা হাস্যোজ্জ্বল ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারিনী প্রিয় শিপ্রাকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সবাই মিলে। আমাদের আর্চবিশপ, কার্ডিনাল, অন্য ধর্মপ্রদেশের বিশপ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ও ধর্মপ্রদেশীয় ফাদার-ব্রাদার সিস্টারগণ, বিভিন্ন সংঘ-সমিতি-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, দেশ-বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার প্রতিবেশি ও বন্ধু-বান্ধবগণ প্রার্থনা, পরামর্শ, সহানুভূতি, সেবা, শ্রম ও অর্থ দানে উদার ভাবে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ এই লেখার মধ্যদিয়ে সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সকলের একটিই আকুতি ছিল ঈশ্বরের কাছে, যেন তুমি ভাল হয়ে উঠ। তবুও সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে তুমি! তোমার মৃত্যুর সংবাদে তোমার প্রিয়জন ও মঙ্গলাকাঙ্খীরা স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকে পাথর বেধে তোমার শেষকৃত্যের সকল কর্ম সম্পাদন করতে হলো। এই জগতে তা কত কষ্টের তুমি তো তার বিন্দু মাত্রও বুঝতে পারলেনা। পরিবারে সবার ছোট হয়ে, সকলের শেষে পৃথিবীতে এসে সবার আগে চলে গেলে, যেন কারো বিয়োগ ব্যথার কষ্ট পেতে না হয় তাই তো? আর আমরা তো একের পর এক হারাতেই বসেছি শুধু! তোমার চলে যাওয়ার চার মাস পর বাবাকে বিদায় দিলাম। বাবাও আমাদের ছেড়ে তার অতি আদরের শিপুর কাছে চলে গেল। খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনের প্রবেশ পথ মাত্র। একই ভাবে সাম সঙ্গীত রচয়িতার বাণীতে আমরা আশা পাই মনে যে, ভক্তজন যারা, তাদের মরণ ভগবানের দৃষ্টিতে বড় মূল্যবান। আমরা প্রার্থনা করছি তোমরা দু'জনে মিলে যিশুর আশ্রয়ে খুব ভাল থাক। আমাদের সবার জন্যও প্রার্থনা ক'রো তোমাকে হারানোর ব্যথায় আমরা যারা ব্যথিত -

তোমার মা, দাদা-বৌদি, দিদি-দাদাবাবুগণ, সিস্টার দিদি, ভাইস্তা-ভাইস্তিরা, ভাগিনা-ভাগিনীরা
একমাত্র সন্তান হিয়া ও স্বামী হিল্লোল আত্মীয়-পরিজন, সবাই যেন সান্ত্বনা পাই।

বিজ্ঞা/৮২/২০২৩

বর্ষ ৮৩ ◆ সংখ্যা - ০৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07
Regd. No. DA-33
◆ 26 February - 4 March, 2023, ১৩ - ১৯ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঐশধামে যাত্রার সপ্তম বার্ষিকী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়: বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ

জন্ম: ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাঘন দিন ২ মার্চ। ছয়টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। তোমার এ যাত্রার কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা আঁচ করতে পারিনি। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চিরভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি বড় অসহায়, অভিভাবকহীন। তুমি জীবিত অবস্থায় তোমার আদরের নাতীন শুধু সুজানাকে দেখে গিয়েছ। এখন কিন্তু তোমার দুই ছেলের সংসারে ৩জন নাতীন ও এক নাতী। ওরা তোমাকে 'খ্রীষ্ট ভাই' বলে প্রতিনিয়ত খোঁজে। ঘরে তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে তোমার আদরের মেয়ে বৃষ্টির ঘর আলো করে আরো একজন নাতীনের জন্ম হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা বেড়েছে। সবাই আছে শুধু তুমি নেই। প্রতিক্ষণে মানসপটে ভেসে ওঠে তোমার আদরমাখা মুখ। তুমি রয়েছ মিশে স্মৃতির পাতায়, তোমার কথায় ও তোমার ভালবাসার স্পর্শে।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চ শিখরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাবা/দাদু ছিল সুশিক্ষিত, সৎ, পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু ও নীতিবান মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ফাইন্যান্স ও এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর পদে বহু বছর সেবাদান করে গেছে। চাকুরীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও খ্রীষ্টফারের সরব ভূমিকা ছিল।

বাবা/দাদু, স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমার শিক্ষা, সততা, কর্মনিষ্ঠতা, নীতি-আদর্শ ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে তোমাকে আমাদের মাঝে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে,

বড় ছেলে-ছেলে বৌ: সজল যোসেফ - বীথি সিসিলিয়া
ছোট ছেলে-ছেলে বৌ: সুজন ডমিনিক - সিলভিয়া
মেয়ে-মেয়ে জামাই: বৃষ্টি অলাস্টিকা - মামুন
নাতনী: সুজানা, সায়ানা, সামারা ও আরিয়া
নাতী: সৃজন
স্ত্রী: সবিতা জসিন্তা গমেজ
ভাই: ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org